

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা

ভ্যানগার্ড লড়ে জনতার জন্য, ভ্যানগার্ড টিকে আছে জনগণের সহযোগিতায় ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবৰ্ষিকি উপলক্ষ্যে ভ্যানগার্ড পাঠকদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

বৈষম্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গণ অভ্যর্থনা

এই চেতনাকে শোষণমুক্তির লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে



বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
ও মহান রূশ বিপ্লবের ১০৭তম
বার্ষিকীতে ঢাকায় সমাবেশ

বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং রূপ সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতাত্ত্বিক দল-বাসদের উদ্যোগে

৮ নভেম্বর ২০২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে
সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বাসন্দ নেতৃত্বে বলেন, গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যর্থনের চেতনা ছিল গত ১৫ বছরের দুর্শাসনের বিপরীতে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সিভিকেট ভাঙ্গা, লুটপাট বন্ধ করা, দেশের পাচারকৃত অর্ধ ফেরত আনা, কালোআইনসময়ে

বাতিল, দুর্নীতির অবসান, দখলদারত্ব বন্ধ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।

ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। অঙ্গরাজীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। এখনো নিত্যপণ্যের বাজার দর উর্ধ্বমুখী, খাদ্যে মূল্যাঙ্কনীতি সর্বোচ্চ। সিভিকেট বহাল তবিয়তে আছে। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। চুরি-ছিনতাই, ডাকাতিসহ মৰ লিখিংব বদ্ধ

হয়ান। ফ্যাসিস্ট হাসিনা আমলের মতোই মজুর
চাইতে গিয়ে শুলিতে শ্রমিকদের নিহত হতে
হচ্ছে, অর্থাৎ '২৪-এর গণ অভূত্যানে ছাত্র-জনতার
পাশাপাশি শ্রমিকরা অকাতরে জীবন দিয়েছিল।
সংখ্যালঘুদের বাড়িয়ের হামলা চালানো হয়েছে,
মাজার-আখড়া ভাচুর করা হয়েছে।

ନେତ୍ରବୃଦ୍ଧ ମିରପୁରସହ ଢାକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନେ ରିକଶା ଏରପର ପୃଷ୍ଠା ୨ କଲାମ ୧

গণ অভ্যর্থনা পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের শাসন বিপুল প্রত্যাশা আর অন্তহীন প্রতীক্ষা

କ୍ଷମତାଯ ଯାରା ଥାକେନ ତାରା ସବସମୟ ବଲତେ
ପଚନ୍ କରେନ ଯେ ତାରା ମାନୁଷେର ପ୍ରତ୍ୟାଶା
ଅନୁଯାୟୀ କାଜ କରଛେନ । ମାନୁଷ ଚାଇଲେ ତାରା
ଥାକବେନ ନା ଚାଇଲେ ଥାକବେନ ନା । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷ କୀ
ଚାଯ ତା ଜାନାର ମାପକାର୍ତ୍ତ କୀ? ମାନୁଷ କୀ ଚାଯ ତା
ନିଯେ ବିତରକ ଥାକଲେବେ କୀ ଚାଯ ନା ତା ନିର୍ଧାରଣ
କରା ତୁଳନାମୂଳକତାବେ ସହଜ । ଦୁଃସମୟ ଦୀର୍ଘଦ୍ୱାୟୀ
ହୋକ ସେଟା କୋନ ମାନୁଷ ଚାଯ ନା, ଆର ମାନୁଷେର
ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥାକେ ସୁସମୟଟା ଦ୍ରୁତ ଆସୁକ ଏବଂ ଶ୍ରାୟୀ
ହୋକ । ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନେ ଯେମନ, ସମାଜ ଜୀବନରେ
କ୍ଷେତ୍ରେ ଓ ତେମନି । ମାନୁଷ ବାଁଚାର ଚଢ୍ରେ କରେ ଏକାକୀ,
ସମ୍ପ୍ର ଦେଖେ ନିଜେର ମତୋ କରେ ପ୍ରଧାନତ ନିଜେର
ଜନ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ଏକାଇ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ଵେ
ଦୁଃସମୟେର ଯୁକ୍ତୋଯୁକ୍ତି ହଲେ ସହାୟତା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରେ
ଅନ୍ୟେର କାହେ । ସହାୟତା ନା ପେଲେ ବଲେ, କେଉ କି
ନେହି ଏହି ବିପଦେ ଆମାର ପାଶେ ଦାଁଡାୟା? ସାମାଜିକ
ଆନ୍ଦୋଲନରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ତେମନି ମାନୁଷ ତାବେ ସମାଜେ

কি প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই? সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে প্রথমেই দলে দলে মানুষ আসে না। অনেকসময় একাকীই দাঁড়াতে হয় প্রতিবাদের পথে। তারপর পাশে এসে দাঁড়ায় একে একে অনেকে। একাকী মানুষ আর্তনাদ করতে পারে কিন্তু একত্র হলেই গড়ে তোলে আন্দোলন। তেমনি এক আন্দোলন দেখেছে মানুষ জুলাই-আগস্টে।

দেখতে দেখতে চার মাস পার হয়ে গেল। ৮ আগস্ট থেকে ৮ ডিসেম্বর। সময়ের দৈর্ঘ্য এক থাকলেও তা কিন্তু সবসময় একরকম অনুভূত হয় না। আনন্দের সময় যেমন দ্রুত চলে যায় প্রতীক্ষার সময় তেমনি যেতেই চায় না আর যন্ত্রণার সময় সন্দেহ জাগে, সময় কী যাবে নাকি এই যন্ত্রণা স্থায়ি হবে? বাংলাদেশের রাজনীতিতে মানুষের ধারণা হয়েছে যে, জনগণের জীবন থেকে এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

উগ্র জাতীয়তাবাদী-আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক উন্নাদনা রংখে দাঁড়ান অসামপ্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ- ঐক্য গড়ে তুলুন

ବାସଦ

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের
বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী
সরকারের আহ্বানে সর্বদলীয়
মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত

তারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিদ্যমান
পরিস্থিতিতে অন্তর্ভুক্ত সরকারের আহ্বানে
৪ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর
যৌথ মতবিনিয়য়সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদের পক্ষ
থেকে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক
কর্মরেড বজ্জুল রশীদ ফিরোজ ও কেন্দ্রীয়

କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟ କମରେଡ ଖାଲେକୁଜ୍ଞାମାନ । ସଭାଯା ବାସଦେର ବକ୍ତବ୍ୟ ତୁଳେ ଧରେନ କମରେଡ ବଜୁଲୁର ରଶୀଦ ଫିରୋଜ । ଅନ୍ତର୍ଭାର୍ତ୍ତି ସରକାରେର ଆହୁନେ ସର୍ବଦିଲୀଯାସଭା ସମ୍ପର୍କେ ବାସଦେର ବକ୍ତବ୍ୟ ତୁଳେ ଧରା ହଜ୍ଲୋ—

ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চিরিতার্থ করতে উৎ জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক উন্নাদনা সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আগামী নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া, যে ক্ষমতা দখল করতে তারা গত দশ বছরে অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতের অন্যান্য শাসকশ্রেণিগুলুক দলসমূহ এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বৈষম্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গণ অভ্যর্থনা, এই চেতনাকে শেষগম্যমুক্তির লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্ম করে নিলামে বিক্রি ও কাওরান বাজার, গুলিস্তানসহ বিভিন্ন স্থানে হকার উচ্চেদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে গণবিরোধী তৎপরতা বঙ্গের দাবি জানান। একই সাথে বন্ধ পাটকল-চিনিকল সরকারি উদ্যোগে চালু ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে বেকার সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান, অন্যথায় বেকার ভাতা চালুর দাবি করেন। সরকারের ১১টি সংস্কার কমিটির এখনো তেমন কোন অগ্রগতি নেই। নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার ক্ষেত্রে সরকার এখনো স্পষ্ট বক্তব্য দিচ্ছে না। ফলে গণ অভ্যর্থনার অর্জন দৃশ্যমান হয়নি। জনগণ ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের অঙ্গীকার করে ৩০ লাখ মানুষের শহিদি আত্মান ও ২ লাখ মা-বোনের লাঙ্ঘনার বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসর সাম্প্রদায়িক মৌলিকাদী শক্তিকে পরাজিত করে দেশ স্বাধীন হলেও গত ৫৩ বছরে বুর্জোয়াশ্রেণির শাসন-শোষণের কারণে দেশে চরম বৈষম্য তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার সাথে যুক্ত থেকে মুষ্টিমের মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়েছে। মেগা প্রকল্পের নামে বিদেশি খণ্ডের জালে দেশকে বেঁধে ফেলেছে। স্বাধীনতার পর দেশে কোটিপতি ছিল পাঁচ জন, '৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের পর কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৭ জন এখন কোটিপতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ লাখ ১৮ হাজার।

৫৩ বছরে সংবিধানে ১৭ বার ছুরি চালিয়ে একের পর এক অগণতাত্ত্বিক ধারা যুক্ত করে মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। যারা সম্পদ তৈরি করেন—শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষ তারা শোষণ-বৈষম্যের জাঁতাকলে পিট হচ্ছে। বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, বৈষম্য আছে—অধিকারে, খাদ্য-বাসস্থানে, শিক্ষা-চিকিৎসায়। বৈষম্য রয়েছে নারী-পুরুষে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে '৯০-এ গণ অভ্যর্থনা হয়েছে। স্বৈরাচার পদ্ধত্যাগ করতে বাধ্য হলো। পতিত স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিল আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীকারীদের প্রশ্রয় দিয়েছে বিএনপি। বুর্জোয়াদের মধ্যে যত বিরোধী থাকুক

না কেন ক্ষমতায় থাকা এবং যাওয়ার প্রশ্নে তারা প্রাগ্রিত শক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৫৩ বছরে শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশ শাসন করায় মানুষের মুক্তি আসেনি। ২০২৪ সালে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-শ্রমিক, জনতার অভ্যর্থনায় মুক্তিযুদ্ধের অপূরিত আকাঙ্ক্ষাই আবারও উর্ধে তুলে ধরেছে।

নেতৃবৃন্দ নানা বিষয়ে অহেতুক বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে অভ্যর্থনার শক্তির মধ্যে বিভেদে স্পষ্ট না করে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে সংক্ষারের বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় সংক্ষার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মহামতি লেনিনের মেত্তে রাশিয়াতে দুলিয়ার বুকে প্রথম শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর ১৫ বছরের মধ্যে কর্মরেড স্কালিন ঘোষণা করেছিলেন রাশিয়ায় কোনো বেকার নেই, ভিক্সুক নেই, পাতিতা নেই। ১৯১৭ সালে বিপ্লব সফল করে এক বছরের মাথায় ১৯১৮ সালে নারীদের ডেটাধিকার দেওয়া হয়েছে, তখন পর্যন্ত ইউরোপের ডেনমার্ক ও নরওয়ে ছাড়া বিশ্বের কোথাও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। শুধু তাই নয় ১৯৬৩ সালে বিশ্বের প্রথম নারী হিসেবে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা মহাকাশ-যাত্রায় প্রথিবীকে প্রায় ৪৮ বার প্রদক্ষিণ করেন এবং তিনি দিন মহাকাশে সময় অতিবাহিত করেন।

বিপ্লব সোভিয়েতে নারীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন, সর্বজীবীন শিক্ষা-গবেষণা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্প-সাহিত্য, নাটক-সিনেমা, খেলাধুলায়, সংগীত সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। রৱিন্দ্রনাথ সেখান সেখান থেকে এসে লিখেছেন—‘রাশিয়ায় সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উত্তোলনে সমাজের সর্বত্র ব্যঙ্গ হচ্ছে, তা দেখলে বিশ্বিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পৃতিয়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃশহায় ও নিক্রম হয়ে না থাকে এ জন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও বিপ্লব উদ্যম।...এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে—সায়েপের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্য প্রয়াসের অস্ত নেই।’

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশে শ্রমিকদের

সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মালিকশেণি ও সরকার হাজারো বাধা প্রতিবন্ধিতা তৈরি করে রেখেছে। ভাড়াট্যান দালাল নেতা, মালিকের পোষা গুভা-মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিকের উপর হামলা করে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলো ধ্বংস করছে, অথচ বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা ৯০ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত ছিল।

আজ বিশ্ব সম্রাজ্যবাদ-পুর্জিবাদ চরম সংকটে নিপত্তি। প্রথিবীর সর্বাধীন বুর্জোয়া রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা সবকিছু অবক্ষয়ের পথে চলছে। ফিলিপ্পিনে নারী-শিশুসহ অর্ধলক্ষ সাধারণ মানুষকে ইসরাইলে হত্যা করেছে এবং হত্যা অব্যাহত আছে। আর তাদের মদদ দিচ্ছে আমেরিকান সম্রাজ্যবাদসহ সম্রাজ্যবাদী বিশ্ব। বুর্জোয়াদের এককালে ছুঁড়ে ফেলা আবর্জনা-জঙ্গলসমূহয়েমন-সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ইতিহাসের আস্তাকুড় থেকে আবার টেমে আনা-সবাই চলছে বেপরোয়াভাবে। মানুষ এসব আবর্জনা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এ চাওয়া পূরণের দিশা রশ বিপ্লবের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। শ্রমিকশেণি ও তাদের পার্টি এবং নেতৃত্বের সঠিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্যে তা সাধিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা ছিল না, তারা ক্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়েছে দেশের মানুষের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন পূরণের জন্য। সেখানে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করিশন দেশের মোট উৎপাদিত কাঁচামাল, মোট শ্রমিকের সংখ্যা, ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা, উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ হিসাব করে তারপর পূর্ববর্তী বছরে বা বছরগুলিতে কোন জিনিস কী পরিমাণে তৈরি হয়েছিল, কোন জিনিসের চাহিদা কত, আগামী দিনে সভাব্য চাহিদা কত হতে পারে ইত্যাদির ভিত্তিতে খসড়া পরিকল্পনা করে তার ভিত্তিতে করতো মূল পরিকল্পনা। ফলে সেখানে কোনো উৎপাদনের নৈরাজ্য দেখা যায়নি। পুর্জিবাদী রাষ্ট্রে কখনও পরিকল্পিত অর্থনীতি চলতে পারে না, সম্ভবও নয়। সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে সম্পদ যা তৈরি হতো তার একটা অংশ শিক্ষা-চিকিৎসা, উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট তৈরিসহ সরকার চালাবার অন্যন্য বিষয়ে ব্যয় করে বাকিটা

জনসাধারণের মধ্যে ব্যটন করে দেওয়া হতো। এ জন্য সমাজতন্ত্রে কখনও জিনিস বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকত না। একইভাবে না খেতে পেয়ে বা বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারাও যেত না। বিপ্লবের মাত্র ছয় বছর পর ১৯২৩ সালে শ্রমসময় কমে হয়ে গিয়েছিল দিনে ৭ ঘণ্টা এবং এরপর ১৯৩৭ সালে ৫ ঘণ্টা। ফলে কারখানায় শিফট বাড়ল, কর্মসংস্থান বাড়ল, এভাবেই ১৯৩১-এর মধ্যে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করে ফেলেছিল সমাজতাত্ত্বিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০ এর গণ অভ্যর্থনা ও ২০২৪ এর গণ অভ্যর্থনের চেতনাকে ধারণ করে শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ তথা সমাজতাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের সংগ্রামকে বেগবান করা ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই। তাই শুধু ক্ষমতার হাত বদল নয় ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক, কৃষকসহ আপামর মেহনতি জনতার প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি সুসজ্জিত লাল পতাকা মিছিল রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড বজ্রুল রশীদ ফিরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড রাজেকুজামান রতন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কর্মরেড নিখিল দাস ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কর্মরেড জুলফিকার আলী। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাসদের প্রতিষ্ঠা আহ্বায়ক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক বর্তমান উপদেষ্টা কর্মরেড খালেকুজামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কর্মরেড রওশন আরুণো।

কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর, নাটোর, রংপুর, কুড়িগাম, রোমারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, মৌলিফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, বিনাইদহ, যশোর, খুলনা, মাওলা, বরিশাল, চাঁদপুর, ফেরী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, জামালপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাসদের প্রতিষ্ঠাৰ্থিকী ও রুশ বিপ্লবৰ্বার্যিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা, সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে হামলা-ভাংচুর ও জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদ

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতাত্ত্বিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড বজ্রুল রশীদ ফিরাজ ৩ ডিসেম্বর '২৪ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে ভ

পুঁজিবাদী নিয়ম বহাল রেখে শোষণ-বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়

রংপুরে মতবিনিময়সভায় কমরেড
খালেকুজ্জামান

বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর চেম্বার অব কমার্স ভবনের বোর্ড হল রংমে জনগণের আকাজ্ঞা, ‘বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মীয়’—শীর্ষক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলোচকদের মতামত শুনে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধেও ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করা হবে যেখানে থাকবে—সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার। এর কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর অঙ্গীকারনামার বিষয় অর্থাৎ সংবিধান রচিত হলো যা ডিসেম্বরে কার্যকর হয়। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণাত্মক সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানববিধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।

এর মানে হলো, জনগণের ক্ষমতায়নের অর্থে গণতন্ত্র-ভোটের সিলমারা হিসাবের গণতন্ত্র না। গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তায় সকল জনগণ ক্ষমতায়িত হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে একটা গণতান্ত্রিক সরকার থাকবে। সকল বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র হবে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ও ধর্ম বিদ্যেয়ক নিরপেক্ষতা থাকবে, পরে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ। বিগত ৫০ বছরে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এই দেশে কখনোই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এক দুইবার বিদ্রুৎ খিলিকের মতো গণতন্ত্রের আলো মাঝে মধ্যে দেখা গেছে আবার তা বিলীনও হয়ে গেছে।



নির্বাচন ছিল, নির্বাচনের ফলাফলও ছিল। কেউ শাসনও করেছেন ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রতিহ্যগতভাবেই বলি আর একাডেমিক অর্থে বলি এখানে তা ছিল না। ’৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত শাসনামলের কথাটা আসছে। সংবিধানে দশম অনুচ্ছেদে বলা আছে, মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়নুগ্রহ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সমাজতন্ত্রে সাম্যবাদের লক্ষ্যে বলা হয়েছে। বাস্তবে আওয়ামী লীগ কি সমাজতন্ত্রের পথে দেশ চালিয়েছিল? আওয়ামী লীগ চালু করেছিল সমাজতন্ত্রের সাইনবোর্ড টানিয়ে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার এবং ক্ষমতায় বসার কিছুদিনের মধ্যেই তখন দেখা গেল ব্যক্তি মালিকানা প্রধান হওয়ার পথ রচিত হয়ে গেল।

স্বাধীনতার পর ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা প্রথমে ২৫ লাখ টাকায় বেঁধে দেওয়া হলো। পঁচাত্তর সালের ১৫ আগস্টের আগেই তিনি কোটি টাকা সিলিং করা হয়েছিল। তার মানে ধারাটা সমাজতন্ত্রের ছিল না। এরপরে রক্তাঙ্গ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে খন্দকার মোশতাক এটাকে ১০ কোটি টাকায় নিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান

শাসনামলে প্রণীত শিল্প বিনিয়োগ নীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগে বিনিয়োগের সিলিং বিলোপ করা হলো।

তা হলে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র-গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ; এগুলোর কোনটার সাথেই সঙ্গতি রক্ষা করে কেউই দেশ শাসন করেন। স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরক্ষিতভাবে জিততে পারত, তাতে কোন সদেহ ছিল না। কোন দরকার ছিল না জবরদস্থ, জালিয়াতি করার। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে প্রাথমিক ফলাফলে রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের নাম ঘোষণা সত্ত্বেও ঢাকায় ভোটের বাক্স এনে খন্দকার মোশতাককে পাশ করানো হলো। কেন? বিবেৰী সব দল মিলে সর্বোচ্চ ১৮ থেকে ২৮ জন পাশ করতে পারতো। জিততে দেওয়া হলো মাত্র সাত জনকে। গোপালগঞ্জের প্রার্থী কমলেশ বেদজকে খুন করা হলো। তার কর্মী কর্মিউনিস্ট পার্টির কমরেড লেবুসহ ৪ জনকে হত্যা করা হলো। এর কি প্রয়োজন ছিল? ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক করার কি দরকার ছিল?

স্বাধীনতার পরেই দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে সাত খন্দ দিয়ে সন্তাসের রাজত্বের সূচনা হলো। রক্ষীবাহিনী

গঠন করে বিবেৰী দলের শত শত নেতাকর্মীকে হত্যা ও কারাগারে পাঠানো হলো। সংবিধানে কালাকানুনের সিংহদ্বার খোলা হলো দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে। বহুবার সরকার পরিবর্তন হলেও নির্বর্তনমূলক আইন প্রণয়নের সিংহদ্বার দ্বিতীয় সংশোধনী আজও বাতিল হয়নি।

স্থানীয় সরকারের কথা এসেছে, স্থানীয় সরকার বলতে বাস্তবে কিছু নেই বাংলাদেশে। পাঁচটা স্তর যদি ধরি—কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন। ৬টা স্তর যদি ধরি, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং কেন্দ্র। সংবিধানে বলা আছে প্রশাসনের সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা শাসনের কথা। কেন্দ্রে পার্লামেন্ট নির্বাচন আছে কিন্তু বিভাগে কী আছে? বিভাগ ঢালায় তো কমিশনার। তিনি তো আমলা। এখানে জনগণের নির্বাচিত সংস্থা কোথায়? জেলা ঢালায় ডিসি। ডেপুটি কমিশনারের বাংলা করেছে জেলা প্রশাসক। এটা কিছু হলো? একজন ডিসি, হবেন সচিব। প্রধান থাকবেন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের সচিব থাকবে ডিসি। কিন্তু তিনি হয়ে আছেন জেলা প্রশাসক! এটা কী ধরণের স্থানীয় শাসন? উপজেলার প্রধান হওয়ার কথা নির্বাচিত চেয়ারম্যানের আর ইউএনও সচিব হিসাবে থাকবেন। ইউএনও কীভাবে হয় নির্বাহী প্রধান? অনুরূপ ইউনিয়ন কাউন্সিলে। এখন ইউএনও-এর নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন কাউন্সিলরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। তাহলে স্থানীয় সরকারের কথা সংবিধানে লিখা রয়েছে। সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধির কথা রয়েছে, এটা তো আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়তা পার্টি কেউই করেননি। আওয়ামী লীগ তার শাসনের ১৫ বছর এর ধারেকাছেও যায় নাই। এটা কর্মসূচী নিয়েও ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ভোটের খেলায় নানা রংতামাশা দেখানো হয়েছে।

মালিকানার নীতি। ১৩ নং অনুচ্ছেদের (ক) বলা আছে, ‘রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ : ছাত্রসমাজ কী পাবে কাজিত শিক্ষা ব্যবস্থা?

ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার
সেমিনার অনুষ্ঠিত



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ শহরের আলী আহামদ চুক্কা নগর পাঠাগারে গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ : ছাত্র সমাজ কী পাবে কাজিত শিক্ষা ব্যবস্থা? শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার আহাম্যক সাইনবোর্ডের মতো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এই দেশে কখনোই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এক দুইবার বিদ্রুৎ খিলিকের মতো গণতন্ত্রের আলো মাঝে মধ্যে দেখা গেছে আবার তা বিলীনও হয়ে গেছে।

যায়—‘টাকা যার শিক্ষা তার’—এই নীতিতেই চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। সংবিধানের ১৭ (ক) নং অনুচ্ছেদে একই পদ্ধতির শিক্ষার কথা থাকলেও এখানে চলছে সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি, ক্যাডেট ও মাদাসা শিক্ষা নামক বিভিন্ন ধরা। ইউনিয়নের সুপারিশ মতে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৬ ভাগ বরাদের কথা থাকলেও এবছর আমাদের বরাদ ১.৭৬ শতাংশ, যেটা গত বাজেটের চেয়ে .০৭ শতাংশ কম এবং দক্ষিণ এশিয়ার সর্বনিম্ন। ব্যানরেইজ ২০১৯-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তীর পূর্বে ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি সমাপ্তের আগে মাধ্যমিক শিক্ষার্থী প্রায় ৩৮ শতাংশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ২০ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বারে পড়ে অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক সম্পূর্ণ করার পূর্বে বিদ্যালয় থেকে বারে

পড়ে। এই বারে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এর মূল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য, আর্থিক অস্বচ্ছলতা। তাহলে যুগে যুগে ছাত্র জনতা যে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য লড়েছে অর্থাৎ একটা সর্বজনীন শিক্ষা নীতি যেনে প্রণীত হয় যার মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুনির্ণিত হয়। কিন্তু তা কি এই আর্থ-সামাজিক পুঁজিবাদী কাঠামোতে সম্ভব?

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন আরও বলেন, ত্রিপুরা উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠাপিত হয় পাকিস্তানি প্রায়-উপনিবেশিক শাসন দ্বারা। শুরু থেকেই ভাষা ও সাংস্কৃতিক আংশাসনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যায় শাসন-শোষণকে পাকাপোক্ত করার পায়তারাকে প্রশংসন করে রাখে দাঁড়িয়েছিল ছাত্ররা।

ভাষা আন্দোলন ছাত্র জাতীয় অন্যন্য মাত্রা যুক্ত করে, বুনিয়াদ গড়ে দেয় ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের। তার এক দশক পরেই বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শিক্ষানীতিতে ব্যপক রাজবাদের সিদ্ধান্ত নেয়। গঠিত হয় শরীফ কমিশন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় শিক্ষা সন্তান ও সহজলভ্য বিষয় বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মুষ্টিমেয়ে কিছু ধর্মী সন্তানের

পুঁজিবাদী নিয়ম বহাল রেখে শোষণ-বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସରକାରି ଖାତ ସୃଷ୍ଟିର ମାଧ୍ୟମେ ଜନଗତେର ପକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀର ମାଲିକାନା; (୩) ସମବ୍ୟାହୀ ମାଲିକାନା; (୪) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା' । ଏଥିନ ଏକ ନମ୍ବର ମାଲିକାନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ସଂବିଧାନେର ଏହି ଧାରା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏଟା କରେଛେନ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା କରେ ଏଟା କୀଭାବେ କରଲେନ? ସଂବିଧାନ ଅନୁୟାୟୀ ତୋ କରତେ ପାରେନ ନା ।

১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন। তারমানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক করবেন। কিন্তু চালু করে রেখেছেন মুজিবোজার অর্থনৈতিক? তাহলে এটা তো সংবিধান লঙ্ঘন করা হলো। এ যাবৎকাল যত শাসকগোষ্ঠী দেশ পরিচালনা করেছে তারা প্রত্যেকে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। এই সংবিধান লঙ্ঘনের অপরাধে এদের প্রত্যেকের বিচার হওয়া উচিত। এই কথাটা কিন্তু কেউ বলছে না।

১৭ নং অনুচ্ছেদের (ক) লেখা রয়েছে, একই পদ্ধতির গণমূলী সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবেতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য। একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা কি দেশে আছে।

এবারের আন্দোলনে পুলিশের নির্বিচার গুলির
পাশাপাশি সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের
সন্ত্রাসীদের দ্বারা গুলিবর্ষণ, বেপরোয়া হামলা,
লাঠিপেটা, হত্যাকাণ্ড সবই চলেছে। অনেকেই
চিহ্নিত ছিল। এদের কাউকে বিচারের আওতায়
না এমে অস্ত কয়েক ডজনকে আইনের মুখোযুক্তি
করে শাস্তি বিধান না করে সংগঠন হিসাবে
ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি।
সুনির্দিষ্ট বিচার কার্যক্রম চলতে থাকলে ১৯৪৮
সালে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের সাথে থাকা বিভিন্ন
পর্যায়ের লোকদের সহানুভূতি পেত না সন্ত্রাসী
ছাত্রলীগ নামধারীরা। জনগণ যাকে বাতিল করে
দেয় তার উপর আইন প্রলেপ অতটা জরুরি নয়।
১৯৭১ সালে ধর্মবাদী স্বাধীনতা বিরোধীরা জনগণ
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। স্বাধীনতার দাবিদাররা
স্বাধীনতার মর্মবস্তুকে যত অসার করে তুলেছে
ততটাই সে সব স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল
শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। আমাদের
দেশের ধর্মবাদীদের ও ধারা।

সৌদি আরবের ওহাবি ধারা; ভারতের দেওবন্দি ধারা আর সুফিবাদী ধারা। আমাদের এখানে মূলত, ইসলামের প্রচার হয়েছে সুফিবাদী ধারায়। এর সাথে সাংগৰ্ভিক হলো এই ওহাবি ধারা। কিছুদিন আগে সৌদি বাদশা সালমান একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন বলে শোনা যায় যে, আমেরিকা নাকি জোর করে তাদের উপর ওহাবিবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের মূল কথা বলা হয় দুইটা। একটা হলো দাসত্ববিরোধী আরেকটা হলো ব্যক্তি সম্পত্তিবিরোধী। কারণ, বলা আছে সমস্ত সম্পদের মালিক হলো আল্লাহ। কোন মানুষ যদি সম্পদের মালিকানা দাবি করে তাহলে সে আল্লাহর সাথে শিরক করে। আর দাস বেলালকে মুক্ত করে তাকে দিয়ে আজান দেওয়ানোর মধ্য দিয়ে দাসত্ববিরোধী অবস্থান তুলে ধরা হয়েছিল মনে করা হয়। সুফিবাদীরা উদার ইসলামী পছ্ন্য প্রচার করে। আমেরিকা দেখল কৃশ বিপ্লবের পরে ঘর্ঘণ্টাচ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তখন তারা ওহাবি মতবাদ ছড়িয়ে দিল। ইসলামের মূল বাণী পরিবর্তন করে দিল বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীতে। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ বিশ্বাস করো কি করো না? কিন্তু প্রকৃত ইসলামী চেতনা তো এটা ছিল না। প্রকৃত ইসলামী চেতনা হলো তুমি দাস ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঢাও কি না? আর তুমি ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সম্পত্তির মালিকানা আল্লাহর এটা মানো কি না? স্থান থেকে নিয়ে গিয়েছে আল্লাহকে বিশ্বাস করো কি না। কারণ

এর মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করার একটা অস্ত্র তৈরি হলো। প্রচার করা সহজ হয়ে গেল যে কমিউনিস্টরা দৰ্ঘ মানে না। এইভাবে বামপন্থীর রাজনীতিকে আঘাত করে দুর্বল করার একটা হাতিয়ার তৈরি করল। এটা আমাদের দেশে জামায়াতে ইসলাম করেছে। এদেশে যে সুফীবাদীরা ইসলাম প্রচার করেছিল তাদের বক্তব্য ছিল এক মায়ের যদি পাঁচটা সন্তান থাকে, তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে। যে যে ধর্মে বিশ্বাসী লোক হোক না কেন আমরা সবাই মিলে বার বার বিশ্বাস নিয়ে সহাবস্থান করতে পারি। যে কারণে আমাদের শাহজালাল মাজার বা ভারতের আজমীর শরীফ মাজারে হিন্দুরাও যায়। এটাই সুফীবাদী ধারার মূল সুর। আর আমাদের সমাজ মননের মাঝে এই জিনিসটা আছে। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান বাংলাদেশের সঙ্গে সৌন্দি আরবের মিলবে না। পাকিস্তানের সাথেও তো মিলে নাই। একটা সমাজের জনগোষ্ঠীর ভাবমানস গড়ে ওঠার পেছনে নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্ণ, সংস্কৃতি এই সমস্ত কিছু থাকে। এগুলি বাদ দিয়ে তাকে বিবেচনা করা যায় না। নতুন প্রজন্ম এই ইতিহাসগুলি এত ভালোভাবে জানে না।

প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে
মুক্তি পেয়ে ১৯৮৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে
আমরা স্বাধীন হলাম। বাস্তবে স্বাধীনতা পেলাম
না। ব্রিটিশ উপনিবেশের গোলামির হাত থেকে
পাকিস্তানি উপনিবেশিক শেকলে বাঁধা পড়লাম।
সামরিক আইনের শাসন, ২২ পরিবারের শোষণ,
ধর্মীয় প্রতারণার সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বাঁধন,
মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার ঘোষণা, তৎকালীন
(পূর্ব বাংলা) পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশের
অর্জিত বৈদেশিক মুদুর ১০০ টাকার মধ্যে
কেন্দ্রীয় শাসনের নামে ৯০ টাকা আত্মসং
দ্রব্যমূল্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা, অপমান-অপদষ্টতা
সবকিছু মিলে ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭১
সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা মুক্তির নিশানা
উড়লাম। কিন্তু জনগণের মুক্তি এলো না।

গত ৫৩ বছরের শাসন ক্ষমতার অনেক
পরিবর্তন হয়েছে, রক্তাক্ত অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু
জনগণের ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।
একই শোষক শ্রেণির মধ্যে শুধু ক্ষমতার হাত
বদল হয়েছে। এবারও হাত বদলের অভিযোগ
উঠেছে। যদিও ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত সামরিক
অভ্যুত্থান, ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান,
১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থান, ভেট চৱি ঠকানোর

পাহারাদার তদরিকি চৌকিদার প্রবর্তন, ১/১১ পরোক্ষ সামরিক উত্থান, ভোট উত্থান করে দেওয়ার টি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮, ২০২৪) শেষে ৫ আগস্টের ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভুত্থান। এবারের গণ অভুত্থানে বৈশিষ্ট্যগত অনেক উপাদান যুক্ত হয়েছে। পরিসরটাও অনেক ব্যাপক। শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রকে একশীলিভৃত যত্নে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডিত ইতিহাসকে নবপ্রজন্মের সামনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের সুবাদে মুজিবীয় আলোকে এতটাই উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছিল যাতে পুরো ইতিহাসের অধ্যায়টিকেই অঙ্ককারে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি এই মতান্ত্বাত্মক বিশ্বাসীদের নগদ নারায়ণ লাভের ভাগ্নের উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। খেতাব-উপচৌকন, বাণিজ্য-মিডিয়া, পদ-পদবি, বিদেশ ভ্রমণ, ঝগঞ্জেলাপ, টাকা পাচার, গুরু-খুন, কোন কিছুকেই আর লাগাম কিংবা জবাবদিহির মধ্যে রাখা হলো না। অনেক শিক্ষিত মানুষের বুদ্ধি বিজ্ঞান হয়তো কাটতে পারতো, কিন্তু খ্যাতি ও নগদ প্রাপ্তি তাদের মগজে মন্দের ভালোর কুয়ার্তি আর বিকল্পহীনতা ভাবার আত্মপ্রতারণা বিচার বিশ্লেষণের পথ রূপ করে দিয়েছিল। আওয়ামী সরকারের পতন হতে পারে এমন কথায় অনেকেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতেন। এখন তাদের দৌড় দেখে মানুষ হাসে। ৫৩ বছরের পঞ্জিভৃত ক্ষেত্রের বৃহৎপ্রকাশ

হিসাবে ঘটেছে গণ অভ্যুত্থান। উপলক্ষ্য হিসাবে সামনে ছিল ছাত্রসমাজ, পশ্চাতে গোটা জাতি। সামনে হাল ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন কুড়িয়ে আনা সুশীল এবং অনেক বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে। এদের বিষয়ে ব্যক্তিগত অসততা কিংবা দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নাই, আবার রাষ্ট্র পরিচালনার মতো দায়িত্বশীল বিশেষ কর্মক্ষেত্রের দক্ষতাও নাই। নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা বদল শাসকশ্রেণির পক্ষের প্রতারণা-লুটত্রাজ, নিপীড়ন যত সহজ করে, গণ অভ্যুত্থানে গদিতে বসা শাসকদের পক্ষে শুরুতে কাজটা তত সহজ থাকে না। কারণ বড় বড় যেমন বড় তাপুর সৃষ্টি করে তেমনি বড় ধরনের গণ-আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, গণবিপ্লবও তেমনি আকাশশূরি প্রত্যাশা হাজির করে। আজকের দিনের বুর্জোয়া শ্রেণি সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। এটা তাদের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা। সে কারণে মানুষ বারবার ঝুসে উঠছে। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে বারে বারে মার খাচে। আবারও দাঁড়াবার অবিরাম চেষ্টায় থাকছে। ৫৩ বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। এবারের অভ্যুত্থানকে অনেকে বিপ্লব বলতে চান। আসলে একদিন বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে ইংল্যান্ড-ফ্রান্সে, আমেরিকায় বিপ্লব হয়েছিল। অর্থাৎ স্টেট সামন্ত শ্রেণির বিষয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষমতা দখরের বিপ্লব সেদিন গত হয়েছে। এখনকার দিনে সর্বহারা শ্রেণির দলের নেতৃত্বে এবং শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের নিজস্ব শক্তি বলে শুধু ক্ষমতা বদল নয়, ব্যবস্থা বদলের গণ অভ্যুত্থানকে গণবিপ্লব বলা চলে। অন্য যেকোন গণ অভ্যুত্থানেও বিপ্লবের পরিপূরক অনেক উপাদান থাকলেও সেগুলি সর্বহারা গণবিপ্লবে উত্তরণ ঘটে না। তবে একটা গণ আন্দোলন যত ব্যাপকতা নিয়ে অগ্রসর হয় ততই তা নতুন নতুন গণপ্রত্যাশা জাগৃত করতে থাকে। মানুষের মুখে নতুন ভাষার জোগান দেয়, মৃত্যুজ্ঞয়ী মনোভাবকে অদম্য স্প্লাহয় জাগাতে থাকে। যেমন চাকরির কোটা বিরোধী আন্দোলন রূপ নিল বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে। আবু সাঈদ নিঃশঙ্খ চিত্তে দাঁড়িয়ে গেল গুলির সামনে। অগণিত আন্দোলনকারীর মুখে উচ্চারিত বুকের তিতর দারণ বড়, বুক পেতেছি গুলি কর, গাহিতে গাহিতে এগিয়ে গেল মৃত্যুকে পরাস্ত করতে। তারপরও বৈষম্য অবসানের বিপ্লব হলো না। আবারও রক্তের অক্ষরে ইতিহাস এই শিক্ষা রেখে গেল বাম বিপ্লবীদের হাঁশে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২৪ জন মিলে সংক্ষারের কথা বলে চলেছেন। সংক্ষারের কথা নতুন নয়। স্বাধীনতার পরপর '৭৩ সালে সংক্ষার, '৭৫ পরবর্তী সংক্ষার, '৮২ সালের সংক্ষার, '৯০-৯১ সালের সংক্ষার, ২০০৭-৮ সালের সংক্ষার, ২০১০ পরবর্তী সংক্ষার ইত্যাদি ছোটখাট নানা ধরনের সংক্ষারের কথা মানুষ শুনেছে কিন্তু কার্যকর কোন ফলাফল দেখেনি। সেগুলোর কথা মনেও রাখেনি। পুঁজিবাদী লুটেরো শাসনব্যবস্থা চালাতে গিয়ে যেমন ময়লা-আবৰ্জনার স্তুপ জমে উঠে, সেগুলি সাফচুতরো করার জন্য একদল নতুন মুখ আবির্ভূত হয়। নতুন বোতলে পুরনো মদ ঢালা হয়। কিন্তু শোষণের যন্ত্র পুঁজিবাদ এর আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আঞ্চ, মধ্যমেয়াদি ও সুদূর প্রসারী বিপ্লবী সংক্ষার প্রক্রিয়া কখনও আসেনি। আসার কথাও নয়, কারণ শাসকশ্রেণি তো একই থাকছে। বোলচাল, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি পালটাচ্ছে মাত্র। বর্তমান সংক্ষারের বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ তো দূরে থাকুক, রাজনৈতিক দলগুলিই বিষয়ে ভালোভাবে জানে না। অন্তর্বর্তী সরকারের সংক্ষার কাজ মোটামুটি গুঠিয়ে আনতে চার বছর সময়ের একটা হিসাব একভাবে মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। এ সময়কালে আরও কিছু অঘোষিত কাজ তারা সেরে নেবেন, তা দল গোছানো হোক, জরুরি বিধানে রাস্তা পাড়ি দেওয়া হোক বা অবস্থা সামাল দিতে না পারলে

নতুন সমীকরণে নিষ্পত্তিতে যেতে পারে। ভারত
এবং মার্কিনের দড়ি টানাটানিও কিছুটা অস্বচ্ছ
তৈরি করছে। বিএনপি প্রমাদ শুনছে। আভ্যন্তরীণ
সংহিত নড়বড়ে হওয়ার পথে। জাতীয় পার্টি
ঁকা রাস্তা খুঁজছে। জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মীয়
মৌলবাদী শক্তি তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি
ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সরকারের
কাঁধে চাপতে চাইছে নানা আকারে প্রকারে।
আন্দোলনের সামনে থাকা সময়ব্যক্তিরাও মূল
হারিয়ে শাসন ক্ষমতার শাখা প্রশাখায় আশ্রয় নিয়ে
ভবিষ্যত রাজনৈতিক নকশা বাস্তবায়নে মনোযোগী
রয়েছে। যদিও দিনে দিনে সাড়া করছে। কিছু
প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী কথাটা তো আজকে আসে নাই। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ করে পাকিস্তানি প্রায় উপনিবেশিক আমলে ২২ পরিবারের শোষণ, এই বৈষম্য থেকে আমরা রেহাই চাই। সামরিক ব্যবস্থাসন থেকে আমরা রেহাই চাই। একদিকে ধনী ২২ পরিবার অন্যদিকে অগণিত অসংখ্য নিরন্তর বিবস্তা মানুষ। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেই ১৯৭১ সাল হয়েছিল। এরপরেও বৈষম্যের কথা বারবার উঠেছে। মানুষ বারবার এর থেকে মুক্তি চেয়েছে কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকার কারণে সে আন্দোলনটা জনগণের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এবারও তাই হবার শক্তি। প্রথমে তো বলল এটা বিপ্লব হয়ে গেছে। আসলে বিপ্লব হলো এক শ্রেণির হাত থেকে আরেক শ্রেণির হাতে ক্ষমতা নেয়া। এরা তো একই শ্রেণির মধ্যে আছে। চেহারা বদল হয়েছে শুধু। গণ অভ্যুত্থান হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই। বারবার এদেশের মানুষ দাঁড়িয়েছে আবারও দাঁড়াবে। মানুষের দাঁড়ানো বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থা বদলাচ্ছে না বলে। শুধু ক্ষমতার হাত বদল হচ্ছে। কিন্তু এই উপলক্ষ্মিটা আমরা যদি নিয়ে যেতে পারি জনগণের কাছে, আমাদের কথাটা বলিষ্ঠভাবে হাজির করতে পারি, ঐক্যবন্ধ থাকতে পারি, ধারাবাহিক থাকতে পারি সেটাট হবে শিক্ষা ও ভবিষ্যাতের সোপান।

সরকার কী বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করবেন নাকি, শোষণের নতুন চেহারা হাজির করবেন, নাকি বৈষম্য উচ্ছেদের রাস্তা নির্মাণ করবেন? এই বিষয়টার সুনির্দিষ্ট উভয় তাদের কাছে নেই। আসলে উচ্ছেদের পথে তারা যাবেন না। তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। লাগাম টেনে ধরবে। অর্থাৎ হাসিমার আমলের লাগামহীন পুঁজিবাদের হৃলে এখন লাগামটানা পুঁজিবাদ চলবে। সামান্য কিছু অদল-বদলের পার্থক্য হবে। তার বেশি কিছু হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমরা লাগামটানা পুঁজিবাদ চাই না। আমরা তার উচ্ছেদ চাই। বৈষম্যের উৎপত্তিশূল উচ্ছেদ করতে হবে। সে কারণেই মানুষ বারবার জীবন দিচ্ছে, লড়াই করছে। আর এটাকে পুঁজি করে একটা শুद্ধগোষ্ঠী সফল হচ্ছেন এতে মানুষ হতাশ হয়। এই হতাশা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। এই হতাশা, বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘদিন কাজ করে। ইউরোপে এই সময় ১০০ বছরও পার করে। কিন্তু আমাদের দেশে এত সময় লাগে না। ১৫/২০ বছরের মধ্যে মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ফলে মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়াবে। মানুষের সামনে এই বিষয়টাকে স্পষ্ট করতে হবে। আওয়ামী শাসন ফ্যাসিবাদী ছিল। ফ্যাসিবাদ কী? ফ্যাসিবাদের একটা ভিত্তি থাকে। আপনি দালান করবেন সেটা কি ফাউন্ডেশন ছাড়া হবে? ফ্যাসিবাদ হাসিমা কেন করতে পারল? আইনকানুন, বিধিবিধান, প্রথা-প্রাতিষ্ঠান, শিক্ষা, সংস্কৃতি এইগুলিতে একটা ফ্যাসিবাদী জমিন যদি আপনারাও টিকিয়ে রাখেন তাহলে ফ্যাসিবাদের ডাল-পালা চলে গেল ঠিকই কিন্তু শিকড় তো রয়ে গেল। তাহলে কি ফ্যাসিবাদ যাবে? সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পরিকল্পনা কী? আগের পুলিশ বাদ দিয়ে নতুন পুলিশ নেবেন এরপর পর্যাপ্ত কলাম ১

নারায়ণগঞ্জে অসিত বরণের বাসায় হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি নিশ্চিত কর

বিক্ষুক্ত নাগরিক সমাজ

হত্যার উদ্দেশ্যে সাবেক কাউপিলর অসিত বরণ বিশ্বাসের বাসায় হামলাকারী সন্ত্রাসী রিয়াদ হাসান ও শারমিন হাবিব বিনিয়ির গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ২ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক ১৫ নং ওয়ার্ড কাউপিলর ও বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য অসিত বরণ বিশ্বাসকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার বাসায় ও সচিব আবুল কালামের উপর হামলাকারী সাবেক কাউপিলর সন্ত্রাসী রিয়াদ হাসান ও সংরক্ষিত আসনের সাবেক কাউপিলর সন্ত্রাসী শারমিন হাবিব বিনিয়ির গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে নারায়ণগঞ্জের বিক্ষুক্ত নাগরিক সমাজের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদ মিছিল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সাংকৃতিক ব্যক্তি রফিউর রাখিব সভাপতিতে সমাবেশে বঙ্গব্য রাখেন খবরের পাতার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান মাসুম, কমিউনিস্ট পার্টির জেলার সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমজতান্ত্রিক দল-বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্মায়ক নিখিল দাস, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক



অ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন, নিতাইগঞ্জ পাইকারী ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শংকর সাহা, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা তবানী শংকর রায়, সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহা জুয়েল, গণসংহতি আন্দোলন নারায়ণগঞ্জ মহানগর শাখার সমন্বয়ক নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, সমজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সনাতন ছাত্র সমাজের আহ্মায়ক অভিজিত সাহা, সনাতন পাল লেন পধ্যায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজিম আহমেদ। ঘটনার বিবরণ দেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউপিলর অসিত বরণ বিশ্বাস।

সমাবেশে রফিউর রাখিব বলেন, ২৭ অক্টোবর দিবাগত রাত ১ টায় সাবেক কাউপিলর অসিতের বাড়িতে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুইটি দরজা ভেঙে রিয়াদ ও বিনিয়ির নেতৃত্বে সন্ত্রাসীর প্রবেশ করে। তাকে ঘরে না পেয়ে ভাঙ্গুর ও লুটপাট চালায়। সিসি টিভি ফুটেজে রিয়াদ ও বিনিয়ির উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেছে। ২৮ অক্টোবর অসিত বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলা দেয় কিন্তু ওসি ৪ দিন স্থায়ী ২ নভেম্বর মামলা গ্রহণ করে। এখনও রিয়াদ বা বিনিয়িকে গ্রেপ্তার করেনি। বিগত সৈরাচারী আওয়ামী শাসনে আমরা আওয়ামী লীগ বশ্ববদ পুলিশ দেখেছি। ছাত্র শ্রমিক জনতার অভ্যর্থনার পরে

একটি অন্তর্ভুক্ত সরকারের সময়ে পুলিশ কার ইশারায় চলছে? আমরা অবিলম্বে সন্ত্রাসী রিয়াদ ও বিনিয়িহ হামলাকারী সকল সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দেখতে চাই।

মাহবুর রহমান মাসুম বলেন, অসিত বরণ বিশ্বাস পর পর ৩ বার কাউপিলর নির্বিচিত। সারাদেশের মধ্যে একজন সৎ, আদর্শবান, নির্ভিক কাউপিলর হিসাবে অসিত পরিচিত। এরকম একজন কাউপিলরের বাসায় রাতের অঞ্চলে রিয়াদ ও বিনিয়ির নেতৃত্বে আক্রমণ হয়েছে। সর্বস্তরের নারায়ণগঞ্জবাসী ধিক্কার জানাচ্ছে। কাউপিলর অসিতের সচিব আবুল কালাম তাকে উদ্বারের জন্য গেলে পথে ২ নং রেলগেইটে বিনিয়িহ ১০-১৫ জন কালামকে ব্যাপক মারধর করে। আশক্ষাজনক অবস্থায় কালাম চিকিৎসাধীন আছেন। তারপরও আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশকে গড়িমিসি করতে দেখছি। আগে ওসমান পরিবারের প্রভাবে পুলিশ পরিচালিত হচ্ছে। এখন কার প্রভাবে পুলিশ চলছে আমরা তা জানতে চাই। জনতা হাসিনাকে হটিয়েছে। প্রশাসন যদি দুর্বৃত্তের পক্ষ নিয়ে তাদের গ্রেপ্তার না করে তাহলে নারায়ণগঞ্জবাসী পক্ষপাতদুষ্ট ডিসি, এসপি, ওসিকে জেলা থেকে বিদায় করে দিবে।

সমাবেশ শেষে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুরে বাসদের সমাবেশে বিএনপির হামলা ও ভাঙ্গুরের প্রতিবাদ



বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাংলাদেশের সমজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাজীপুর জেলা শাখা আয়োজিত সমাবেশে ২২ নভেম্বর বিএনপির সন্ত্রাসীর হামলা চালিয়ে সভার মধ্যে, চোয়ার-টেবিল ভাঙ্গুর এবং ব্যানার কেড়ে নেয়ার প্রতিবাদে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার-বিচারের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট গাজীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত।

জেলা বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড রঞ্জল আমিনের সভাপতিতে সমাবেশে বঙ্গব্য রাখেন সিপিবি গাজীপুর জেলার সভাপতি কর্মরেড জয়নাল আবেদীন খান, বাসদ গাজীপুর জেলার সদস্যসচিব রাহাত আহমেদ, বাসদ (মার্কসবাদী) গাজীপুর জেলার সমন্বয়ক কর্মরেড মাসুদ রেজা। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ গাজীপুর জেলার সদস্য হারুন অর রশিদ।

সমাবেশে নেতৃত্বে বাসদের সমাবেশে হামলা ও ভাঙ্গুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান। নেতৃত্বে

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ক্ষতিকর প্রকল্প বাতিল কর জাতীয় সক্ষমতা বিকাশ, নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবি

তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রঞ্চ জাতীয় কমিটি ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, আওয়ামী লীগ ১৫ বছর জ্বালানি খাতে বিকল্প করে আহ্মায়ক আহ্মেদ করেছে। মন্ত্রী-এমপি, জ্বালানি উপদেষ্টা, সচিবরা এর সাথে যুক্ত। তারা আবৈষ্ঠনিকে জ্বালানির পকেট কাটার জন্য ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিয়েছে। কুইক রেন্টালের নামে কুইক ডাকাতি হয়েছে।

আমাদের নিজেদের গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য মনোযোগ দেওয়া হয়ন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে ২৫ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে ১৩ হাজার মেগাওয়াট। বিগত সরকার বিকল্প ব্যবসায়ী পোষাকের সাথে মুনাফার স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদনে চুক্তি করেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা হাজার হাজার কেটি ঢাকা লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতকে বিকল্প ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে গেছে। আমাদের

কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক খান আসাদুজ্জামান মাসুমের সভাপতিতে সমাবেশে বঙ্গব্য রাখেন নগর কমিটির নেতৃ খালেকুজ্জামান লিপন, ডা, সাজেদুল হক রঞ্চেল, মীর মোস্তাক হোসেন। সমাবেশে শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।



বলেন, মাত্র তিন মাস আগে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যর্থনার মূল চৌগান ছিল বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ। যেখানে মানুষ মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাবে। অর্থ আমরা দেখলাম বিএনপি ইতিমধ্যে ফ্যাসিস্বাদী কায়দায় অভ্যর্থনার চেতনা বিরোধী অবস্থান নিয়ে বাসদের সমাবেশে হামলা করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দখল, পাল্টা দখল, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে চলছে। গ্রেপ্তার বাণিজ্য, চাঁদাবাজী এবং বড় বড় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশ করে ক্ষমতার চৰ্চা শুরু করেছে। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর মধ্যদিয়ে পতিত আওয়ামী সৈরাচারের চেহারারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কেউ কোথাও প্রতিবাদ করলে কিংবা দাবিদাওয়া উঠাপন করলে যাকে তাকে আওয়ামী লীগের দোসর হিসেবে টেগ করে দিচ্ছে। এটা দেশের মানুষ মেনে নিবে না। জুলাই গণ অভ্যর্থনা এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, মানুষ কোনো সৈরাচারের মেনে নেয় না এবং প্রতিরোধ করে। বিএনপি এখন অতীতের সৈরাচারের পথে হাঁটতে শুরু করেছে যার ফল শুভ হবে না।

নেতৃত্বে বাসদের বামপন্থীর শামজীবী মানুষকে সাথে নিয়ে ফ্যাসিস্বাদ এবং সৈরাচারের ভিত্তিমূল উৎপাটনে বন্ধ পরিকর।

উগ্র জাতীয়তাবাদী-সাম্প্রদায়িক উন্নাদনার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ্ডিক্য গড়ে তুলুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংস্কুলীয় রাজনৈতিতে পাল্লা দিতে বিজেপির ধৰ্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও উহু জাতীয়তাবাদী অপপ্রচারের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছে। যদিও আমরা মনে করি না যে, উহু জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক উন্নাদনা সৃষ্টি করার পেছনে এটাই বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য।

ଆମରା ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର କାହେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ
ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ଧବତା ତୁଲେ ଧରତେ ଚାଇ ତା ହଲୋ

এই যে, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভারতের শাসকশ্রেণির মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের বৈরাগ্নিক সরকারকে ক্ষমতায় ঢিকে থাকতে ভারতের শাসকশ্রেণি সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং তার বিনিময়ে হাসিলা সরকার আমাদের দেশের জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি বা বিশেষভাবে করপোরেট জায়ান্ট আদানি-আশানিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অন্যায় সুবিধা করে দিয়েছে। আমাদের দেশের সম্পদ ব্যবহার করে উচ্চহারে মুনাফা করার জন্য অন্যায় চুক্তির মাধ্যমে আদানি-আশানি বিভিন্ন খাতে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। গণ অভ্যুত্থানের পর নতুন সরকার জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে সেইসব বৈষম্যপূর্ণ ও অন্যায় চুক্তি পুনর্বিবেচনার ঘোষণা দিয়েছে এবং সেই কারণে আদানি-আশানির পুঁজির মুনাফা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এই আদানি-আশানির মতো ক্রনিক ক্যাপিটালের তাঙ্গিবাহক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেই পুঁজির ফেরিওয়ালা ভারতের মোদি সরকার। আদানি-আশানির পুঁজির স্বার্থ যাতে অভ্যুত্থান-উন্নত বাংলাদেশে অঙ্কুষ্ণ থাকে তা নিশ্চিত করতেই মোদি সরকার বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে নানা পদ্ধা অবলম্বন করেছে এবং গদি-মিডিয়াকে দিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে উসকানিমূলক অতিরিজ্ঞত খবর ভারতে প্রচার করছে। আমাদের দেশে আদানি-আশানির বিরুদ্ধে নেওয়া সিদ্ধান্ত যে, মোদি-আদানির যৌথ

অপকর্মের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশের
জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন—সেই

পুঁজিবাদী নিয়ম বহাল রেখে শোষণ-বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

কী না, যারা গুলি করেছে, হত্যা করেছে তাদের শাস্তি অবশ্যই হওয়া দরকার, সংস্কার দরকার। কিন্তু জনগণের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে এই সংক্ষারণগুলি হবে না কি জনগণের আন্দোলনকে দমন করার অংশ হিসেবে সংস্কার কার্যগুলি পরিচালিত হবে? এখনই তো চলছে একটা অরাজকতা ও উন্নাদন। এখন ছাত্ররা বলছে এই শিক্ষক থাকতে পারবেন না, চলে যান। কাউকে সরানো প্রয়োজন হলে আইনানুগ পদ্ধতিতে সরাও। এখন আওয়ামী লীগের কর্তৃত্বাদের পরিবর্তে অন্যদের কর্তৃত্বাদ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে সরানোর জন্য সবাই একজোট হলো কিন্তু এদের মাথায়ই নাই রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করার কোনো পদ্ধতিই এখন নাই। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারে স্পিকারের কাছে। কিন্তু স্পিকার তো এখন নাই। ডেপুটি স্পিকার নাই, সংসদ নাই। তাহলে অভিশংসন করতে হবে। কিন্তু কে করবে? প্রধান বিচারপতির মতামত নিতে পারত। কিন্তু ছাত্ররা যেভাবে চলে গেল খেয়ালই করল না আন্তর্জাতিক দুনিয়া কী দেখল। ইউন্যুস সাহেবে জানে ভাবমূর্তি কীভাবে নষ্ট হচ্ছে, তাই তিনি বিএনপিসহ এটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলেন। ফ্যাসিবাদ যখন আসে তখন সে একটা জনপ্রিয়তা নিয়েই আসে। হিটলার অজনপ্রিয় হয়ে ফাসিবাদ কায়েম করে নাই। যখন এসেছিল তখন উঁগ জাত্যাভিমান তৈরি করে এসেছিল। সবচেয়ে বেশি ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুসোলিনির ক্ষেত্রেও তাই।

সতকে ভারতের শ্রমজীবী সাধারণ মেহনতি
মানুষের কাছ থেকে আড়াল করতে উঁগ
জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বর্তমান
পরিস্থিতিতে আমরা বাসদের পক্ষ থেকে মনে
করি যে, এই প্রবণতার বিপরীতে বাংলাদেশে
অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় মানুষকে উন্নুন্দ
করতে হবে এবং তার মাধ্যমেই উঁগ জাতীয়তাবাদ
ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করতে হবে
এবং একসাথে সেই প্রয়োগী জীবন সহায়।

এবং একমাত্র সেই পথেই তা করা সঙ্গতি।
ভারতের শাসকশ্রেণি উগ্র জাতীয়তাবাদী হংকারের পাশাপাশি ভারতের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উন্নদনা ছড়িয়ে দিতে চায়। গণ অভ্যর্থনারের পরে বাংলাদেশে তিনদিন কোন সরকার ছিল না, আভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনী ছিল ছন্দছাড়ু ও উদ্যোগস্থীল। এই সুযোগে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগের অপশাসন, গণতন্ত্রীজনতা, দুর্বীতি, ছাত্রলীগের অপকর্মের বিরুদ্ধে জনমনে যে ক্ষেত্র ছিল তার নিয়ন্ত্রণস্থলী বর্হিপ্রকাশ ঘটে। এই ক্ষেত্রের প্রকাশ অনেক জায়গাতেই সহিংস হয়ে ওঠে। এই সময়েই আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের উপর অনভিপ্রেত রাজনৈতিক হামলা হয় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন হিন্দু জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবে এই কথা সত্য যে, এই সুযোগে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী সুযোগসন্ধানীরা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করেছে। তবে তার সাথে এটাও সত্য যে, বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পদায়ের মানুষ এই সব আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যাঠে নেমেছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি একটিমাত্র ঘটনা ঘটে থাকলে তাও অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু, ভারতের গণ-মিডিয়া এইসব অনভিপ্রেত ঘটনাকে আংশিকভাবে তুলে ধরে, সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে, অতিরিজ্ঞত করে ঢালাওভাবে প্রচার করে চলেছে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য। এই চক্রান্তকে আমাদের সকল অর্থে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ-দুটোই
শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষের শক্র, কারণ তা
মেহনতি মানুষের একেব বিভাজন ঘটায়। শুধু

তাই নয়, আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, উঁচু
জাতীয়তাবাদ এমনই ভয়ঙ্কর যে তা মানুষের
স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি, হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে
দেয়, একদেশের মেহনতি মানুষকে অন্যদেশের
মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামিয়ে দেয়
ভুলিয়ে দেয় যে, দুই দেশের সাধারণ শোষিত

মেহনতি, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ এক এবং তাদের পারস্পরিক এক্যাই আজকের দিনে প্রগতির পথ এই উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকোপ এমনই যে, তার বিষয় ফল থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনেক নেতাও নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি। এবং কর্মরেড লেনিনকে তাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দিতে হয়েছিল। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা যেনে ভারতের শাসক বুর্জোয়াশ্বিনি ও মোদির এই উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্নাদনা সৃষ্টির চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিবেন পারি।

দিতে পার।
সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক
গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ-এক্য সৃষ্টির মাধ্যমে
উঠ জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি হে
আমাদের ইতিহাস-এতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থি
তা ভারতসহ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশে
এবং বিশ্বের জনগণ তথা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক
সকল শক্তির কাছে তুলে ধরতে হবে। ভারতের
শাসকগোষ্ঠী এবং ভারতের জনগণকে আমরা
এক কাতারে বিচার করি না। সেই কারণে
গণ- মিডিয়ার প্রচারে ভারতের জনগণের এক
অংশ বিভ্রান্ত হলেও আমাদের উচিত হবে না
পালটাপালটি বক্ষব্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের উৎ

উন্নাদনকে বাড়িয়ে তোলা। বরং এই মুহূর্তে
আমাদের উচিত হবে তাদের সামনে মোদি
সরকার ও ভারতের শাসক বুজোয়া শ্রেণির
অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের চিত্রটি তুলে ধরা। আমরাকে
দুই দেশের মেহনতি মানুষের এক্য চাই এবং দৃঢ়
কষ্টে বলতে চাই-দুইদেশের মেহনতি মানুষের
স্বার্থ এক, লড়াই এক এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যও
এক।

আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনত
অর্জনের সময় শোষণমুক্ত অসামপ্রাদায়িক
গণতান্ত্রিক চেতনার বাংলাদেশের আশা ব্যক্ত

করেছিলাম। গত ৫৩ বছরে শাসকগোষি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদাতার জন্য নানা অপশঙ্কির সাথে যুক্ত হওয়ার তাগিদে সেই চেতনার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করায় তা অপূরণিতই থেকে যায়। আমরা মনে করি এবারও অনুরূপ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনাকে ধারণ করেই জলাই-আগস্টের ছাত্র-শ্রমিক, জনতার বৈষম্যবিরোধী গণ অভ্যর্থনা সংগঠিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, কোন কোন মহল শৈরাচারবিরোধী প্রোগ্রামকে হাতিয়ার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্জন ও ইতিহাসকেই মুছে ফেলতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

আমরা মনে করি সেই প্রচেষ্টা আসাম্প্রদায়িক
গণতান্ত্রিক চেতনার অঙ্গিত্বের পক্ষে এক
অশনিসৎকেত এবং একান্তরের পরাজিত শক্তিকে
পুনর্বিস্থানের সুষ্ঠু বাসনার প্রকাশ। বাম গণতান্ত্রিক
প্রগতিশীল শক্তিকে ইই প্রবণতার বিরুদ্ধে
দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিতে হবে এবং ২০২৪ সালের
অঙ্গুথানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হওয়া জনতার আশা-
আকাঙ্ক্ষা যাতে পূর্ণতা পায় তার জন্য জোটবদ্ধ
লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। জাতীয় পরিসরে
গণ-ঐক্যের ধারাকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত
করার জন্য সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক
শক্তির প্রতিও আমরা আহ্বান জানাই। নতুন
সরকার যাতে এই লক্ষ্যে সংক্ষারকে ত্রুটান্বিত
করে দ্রুত একটি সুষ্ঠু, ইহগণযোগ্য অঞ্চলগুলুক
নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে
ক্ষমতা হস্তান্তর করে; তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে
হবে।

আমরা অস্তর্ভৰ্তী সরকারকে দেশের আর্থিক
সংকট নিরসন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ,
আইনশংখ্লা পরিস্থিতির অবস্থা রোধ করে
জনজীবনে স্বত্তি ফিরিয়ে আনা, সাম্প্রদায়িক
সম্প্রীতি রক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের মুখে ভাত তুলে
দেওয়া, হাতে কাজের সুযোগ তৈরি করাসহ
বিদ্যমান সংকট মোকাবিলায় আরও উদ্যোগী
ও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানাই। কারণ
দেশের আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি ও সংহতি বাইরের যে
কোন বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর শক্তি
জোগায়।

যদি সেই সময় বামপন্থীরা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এক্যবন্ধ থাকত তা হলে এখানে চীনের মতে পরিষ্ঠিতি হতো। চিয়াং কাই শেক এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মিলে যৌথভাবে আন্দোলন করে সাধীনতার দিকে গিয়েছিল তেমনি বাংলাদেশেও বামপন্থীরা আর শেখ মুজিবের যৌথ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হতো। বামপন্থীদের এই সাংগঠনিক বিপর্যয় স্টো হতে দিল না বরং ইতিহাস থেকেই অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের অনেকে ভুলভাস্তি আছে। ভুল থেকে মানুষ শিক্ষা নেয়।

এখন আরেকটা শব্দ পরিকল্পিতভাবে প্রচার
করা হচ্ছে, মুজিববাদ। বলা হচ্ছে মুজিববাদী
শাসন, মুজিববাদী সংবিধান। এক ছাত্রকে
জিজ্ঞেস করলাম তুমি মুজিববাদ কোথায় পেয়েছ
দেখাও। দেখাতে পারলো না। খন্দকার ইলিয়াস
নামে একজন মুজিববাদ নিয়ে একটা বই
লিখেছিল। স্বাধীনতান্ত্রের ছাত্রলিঙ্গের ভিত্তির
থেকেও মুজিববাদ স্নোগান উচ্চারিত হয়েছিল
পরে তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে ঢলে
গেছে। মুজিববাদ বলে বাস্তবে কিছু নাই। শেখ
মুজিব কেন মতবাদ তৈরি করে বা লিখে যাননি
এখন মুজিববাদ বলে পরামর্শ আওয়ামী বৈরোচারের
দিকে তাঁর ছোড়ার মানে হয় না। শেখ মুজিবুর
রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব
দিয়েছিলেন, এটা কেউ মুছবে কীভাবে? যদিও
স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল
স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী শাসনকাল। তা হলেও
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে উনি ছিলেন এট
অঙ্গীকার করবেন কীভাবে? আমি এবং আমার

ମତୋ ଅନେକେଇ ଆସ୍ତାମୀ ଲୀଗ କରତେଣ ନା କିଷ୍ଟ ସାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ କରେଛି । ଶେଖ ମୁଜିବରେ ନେତୃତ୍ବେ । ଯେଟା କରା ହେଚ୍ଛ ତା ଏକଟା ଘୃଣାର ଜିନିସ ଥେକେ ଆରେକଟା ଗ୍ରହଣ୍ୟୋଗ୍ୟ ଜିନିସକେ ଓ ଘୃଣିତ କରେ ଫେଲା ହେଚ୍ଛ ।

সরকারের মনোযোগ সব বিষয়ের দিকে যাওয়া
সঠিক হবে না। বাজারের দিকে তাকাতে হবে।
মানুষ দুর্ভোগে আছে। শ্রীলক্ষ্ম একটা অভূত্থান
হয়েছিল আপনারা জানেন। তখন সেখানে
মূল্যস্ফূর্তি ছিল ৬৭ শতাংশ। আর এখন সেটা
-০.৫০ শতাংশ। এর কারণ হলো ওখানে বামপন্থী
কমিউনিস্টরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে। এটা করলেন
কীভাবে? উৎপাদন খরচ কত এবং তার বাজারদর
কীভাবে নির্ধারিত হচ্ছে, এটা বিবেচনায় নিয়েছিল
ওরা। আমাদের দেশে বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে
সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে না? দায়িত্ব নেয়ার পর
তাদের কাজের ফলাফল কি? ফলাফল হলো
প্রায় পাঁচ হাজার লোকের কাছে কোটি টাকা
জমা হয়েছে। মানুষ খাইতে পারে না, বহু জনের
সংসার শেষ হয়ে যাচ্ছে আর একটা মুঠিমেয়ে
গোষ্ঠীর কাছে কোটি টাকা জমা হয় কীভাবে?
২১ জনের কাছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি
সম্পদ আছে দেশে। আর বাকি যদি ১০ কোটি
মানুষ ধরি যাদের একজনের পক্ষেও দশ হাজার
টাকা সঞ্চয় দেখানো সম্ভব নয়। তাহলে এই
বৈষম্য দূর করার পথগুলো কী? কর্মসংস্থানের উপায়
কী? গণ-উন্নাদনায় সৃষ্টি আরাজকতা নিয়ন্ত্রণের
উপায় কী? সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
এরপর পঠা ১৯ কলাম ৩

গণ অভ্যর্থন পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের শাসন বিপুল প্রত্যাশা আর অন্তহীন প্রতীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যত্নগুর অবসান মনে হয় কখনো হবে না। কিন্তু হতাশ হলেও তো জীবন থেমে থাকে না, তাই সমস্যা সমাধানের আশায় আবার পথে নামে। কখনো ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আবার কখনো সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশায় গণ আন্দোলনের পথে। সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে গণ আন্দোলনের তীব্রতা যে কী রূপ নিতে পারে তা দেখেছে দেশের জনগণ গত ৫ আগস্ট।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বুবার মাপকাঠি কি আছে? স্লোগানে, দেয়াল লিখনে আর প্রতিবাদ মিছিলে মানুষের মনের আকৃতির প্রকাশ ঘটে এটা ঠিক। কিন্তু তীব্রতা বুবারে পারা যায় ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা থেকে আর ক্ষেত্রের বহিষ্প্রকাশ দেখে। সাঁউদের মৃত্যুকে অলিঙ্গন করার সাহস, মুক্তির আবেগময় সহযোগিতা ছাত্রদের বুকে শুধু মৃত্যুভূতি উপেক্ষা করার সাহস জুগিয়েছে তাই নয়, স্পর্ধা তৈরি করেছে পুলিশ-বর্ডার গার্ড, আর্মির মোকাবিলা করার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শ্রমজীবীদের বিপুল অংশগ্রহণ, সত্তানের সাথে বাবা-মায়ের রাজপথে নেমে আসা। যে বেসেরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে মনে করা হচ্ছে সমাজ বিমুখ তারা সমাজের এই দুঃসময়ে দূরে সরে থাকেনি বরং নেমে এসেছে দলে দলে। রাস্তায় থাকে যে সমস্ত ছিন্নমূল মানুষেরা তারাও জীবন দিয়েছে। শতাধিক নিহত মানুষের খোঁজ নিতে কেউ আসেনি, অর্থাৎ তাদের কেউ নেই খোঁজ নেবার মতো। তারাও জীবন দিয়েছে এই আন্দোলনে। ক্রুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, গৃহী এবং গৃহহীন, বিত্তবান থেকে বিত্তহীন সকলকেই নাড়া দিয়েছে এই আন্দোলন আর সাধ্যমতো সাড়া দিয়েছেন সকলেই। পুলিশ বলেছে গুলি করে থামানো যাচ্ছে না এই মানব প্রোত্তো, রাস্তা থেকে সরানো যাচ্ছে না ঘর ছেড়ে আসা মানুষকে। ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণআকাঙ্ক্ষার এক মহাসম্মিলন ঘটেছিল এই আন্দোলনে।

ক্ষেত্রের তীব্রতা যে কত ভয়ংকর হতে পারে সেটাও প্রত্যক্ষ করেছে দেশের মানুষ। স্থাপনা জালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে অতীতে বহুবার কিন্তু এবার থানা জালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে অনেক, পিটিয়ে হত্যা করেছে পুলিশকে, ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতার বাড়িগুলি ভেঙ্গে আগুন জালিয়ে ধূঃস করে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছে ছাত্র লৌগকে। গত ১৫ বছর যাদের কাছে মাথা নিচু করে ছিল সেই মাস্তানদের ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। চারিদিকে এতো সাহসের ঘটনা ঘটেছিল যে, মানুষ ভয় পেতে ভুলে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড় ঘটনা, মানুষ ঘোরাও করতে গিয়েছিল গণভবন, প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে মানুষ তা দখল করে নিয়েছিল। লুটপাট ন্যুকারজনক ও অগ্রহণযোগ্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রের তীব্রতাও বিবেচনাযোগ্য। আগুনে পুড়েছে ৩২ নম্বর, ডায়াবিউল হয়েছে অনেক স্মৃতিবিজড়িত স্থান। মানুষ এসব বেদনের সাথে স্মরণ করবে তবে সাথে সাথে ভাববে, ক্রোধ করতা তীব্র হলে মানুষ এসব জালিয়ে দেয় আর এতো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী যারা ভেবেছিল তাদেরকে কেউ সরাতে পারবে না তারা পালিয়ে যায়।

৫ আগস্ট স্বৈরশাসকের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর ৮ আগস্ট বিপুল আশা আর উদ্দীপনায় শপথ নিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। চারমাস অতিক্রান্ত হলো। প্রায় ২ হাজার মানুষের মৃত্যু, প্রায় ৩০ হাজার আহত, ৫ শতাধিক অক্ষ হয়ে যাওয়া, শত শত মানুষের পঙ্গুত্ব বরণের মাধ্যমে যে অভ্যর্থনার বিজয় তা নিয়ে আলোচনার সময় এখন এসেছে। সমাজের নানা অংশের মানুষের নানা চাওয়া থাকলেও মানুষ মোটাদাগে যা চেয়েছিল তা হলো—বিগত শাসনের

মতো আর কোনো শাসন নয়, ফ্যাসিবাদের অবসান চাই, দুর্নীতি লুটপাট বন্ধ করা, মানুষের উপর নানা বাহিনীর নিপীড়ন বন্ধ কর, দ্রব্যমূল কমানো আর মানুষকে নিয়ে উপহাস এবং তামাশা বন্ধ কর। জনগণের ট্যাঙ্কের টাকায় চলা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিকে জবাবদিহির আওতায় আসতে হবে। সব চাওয়া কেন্দ্রিত হয়েছিল সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন চাই।

স্বাধীনতার পর ৫২ বছর পার হয়ে গেলেও জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করা হয়ে উঠেনি। জনগণের কাছে জবাবদিহির দায় না থাকায় টাকা, পেশি শক্তি আর রাষ্ট্রব্যবস্থের শক্তি ব্যবহার করে সংসদে একদল ‘মানি মেকার’ এবং ‘রঞ্জ ব্রেকার’ তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত বা অনির্বাচিত উভয়ক্ষেত্রেই ভিন্নমত দমন করে তৈরি হয়েছে একদলীয় নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থা।

সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও রাষ্ট্রের তিনি বিভাগের (সংসদ, নির্বাচন ও বিচার) মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালাস না থাকায় ক্ষমতার প্রাথমিকরণের অনুপস্থিতি ঘটেছে। সকল ক্ষমতা হয়ে গিয়েছিল এক ব্যক্তিকে কেন্দ্রিত উভয়ক্ষেত্রের কর্মচারীর হয়ে গিয়েছিল দলীয় কর্মচারী বা সরকারি কর্মকর্তা। জনগণের সার্বভৌমত্ব লেখা ছিল সংবিধানের পাতায়, নাগরিক অধিকার ছিল দূরের ছায়ার মতো। মেগা প্রকল্পের মেগা দুর্নীতির দায় বহন করেছে মানুষ কিন্তু প্রশংস করার অধিকার ছিল না যে, কেন এই প্রকল্প, কার জন্যে প্রকল্প আর কত খরচের প্রকল্প। কেন ব্যয় ক্রমাগত বাড়ে আর কাজের মান দিন দিন খারাপ হয়? ক্ষুক জনগণ জানতে চেয়েছে তাদের ট্যাঙ্কের অর্থের হিসাব, নজরদারি ও জবাবদিহি কি থাকবে না?

সংবিধানে একের পর এক সংশোধনীর মাধ্যমে কাটাইয়ে করে রক্তাঙ্ক করা হয়েছে আর গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসর কমেছে। শাসকদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু ‘জনগণের ইচ্ছা অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সামাজিক চুক্তি (সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট) দিন দিন দুর্বল হয়েছে। সংবিধানে যা লিখিত আছে তা না মানা আর যা লিখিত নেই সেই কাজ করা যেন ক্ষমতাসীনদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। গুরু, বিচারবহুভূত হত্যা, আয়না ঘরে নির্যাতন, দুর্নীতির মাধ্যমে প্রভৃতি সম্পদ অর্জন, বিদেশে টাকা পাচার কোনটাই তো সংবিধানসম্মত ছিল না। কিন্তু সংবিধান এসব থেকে ক্ষমতাসীনদের নিবৃত্ত রাখতে পারেনি।

গণত্বের কথা বহুল উচ্চারিত হলেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে শাস্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দ্রষ্টব্য দেখাতে পারেনি। আন্দোলন, সংসদ বর্জন ছাড়া নির্বাচন আদায় করার দ্রষ্টব্যও কর্ম। ক্ষমতা ছাড়তে না চাওয়া যেন ক্ষমতাসীন দলের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণত্বের ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও পুঁজিপতিরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও বিনষ্ট করে ফেলেছে। সরকার পাশে সরকার আছে, এটা এই মুহূর্তের কাজ। অভ্যর্থনার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা তো করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও রোড যাপ প্রণয়ন করে যত দ্রুত সম্ভব দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে। গত সরকারের আমলে যে অত্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি হয়েছে তার বিচারের উদ্যোগ নিতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হওয়ার পরেও প্রয়োজনীয় আইন করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশ ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে গণতান্ত্রিক সরকারের পথে একটি নতুন যাত্রা শুরু করবে।

ঘটেছে গ্রাফিতিতে, দেয়ালে দেয়ালে আর মাথায় বাঁধা জাতীয় পতাকায়।

অর্থনীতিতে লুপ্তন দেশকে সর্বনাশের কিনারায় নিয়ে এসেছিল। অর্থনীতির সব সূচকের অবনতি ঘটেছে দ্রুতভাবে। দীর্ঘস্থায়ী মূল্যক্ষেত্রের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির ফারাক বেড়েছে চলেছে। মূল্যবৃদ্ধির ক্ষমতাতে দারিদ্র্যসীমার নিচের পরিবার শুধু নয়, নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জীবন ছিল পর্যন্ত।

অন্যদিকে বৈষম্যের জাঁতাকলে অধিকাংশ মানুষ জর্জরিত। নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত জনতার কর্মসংস্থানে, আয় ও সংস্করণে বড় ধরনের আঘাত পড়েছে। বেকারত যুবকদের জীবনকে অনিশ্চিত ও বেপরোয়া করে তুলেছিল। সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে ভাঙ্গ ধরে বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত দরিদ্রের কাতারে নামিয়ে এনেছিল।

বৈষম্যের শেষে নির্বাচন নাকি একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্য ন্যূনতম সংস্কার এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। কিন্তু মানুষের কাছে প্রয়োজন তার জীবনটাকে সহজ করা। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির হিসাবে, আগস্টে ৩৮ শতাংশ নিম্ন আয়ের পরিবার খাদ্যনিরাপত্তার ভাঙ্গালো প্রয়োজন করে খাবার কিনে।

সব সংক্ষার শেষে নির্বাচন নাকি একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্য ন্যূনতম সংস্কার এই নিয়ে বিতর্ক চলে। কিন্তু মানুষের কাছে প্রয়োজন তার জীবনটাকে সহজ করা। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির হিসাবে, আগস্টে ১৮ শতাংশ নিম্ন আয়ের পরিবার খাদ্যনিরাপত্তার ভাঙ্গালো প্রয়োজন করে খাবার কিনে। দুরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৩ শতাংশ ধর করে খাবার কিনে। চাল, সবজিসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। বাজারে মোটা চালের কেজি ৫৫ টাকা, সরু চাল ৮০ টাকা। ডিমের দাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ১৪৪ টাকা ডজন কিন্তু বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকার বেশি দামে। ওয়ার্ডের দামে কোন লাগাম যেন নেই। ম

গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য-এর দ্রোহ-দাহ-স্বপ্নযাত্রা বৈশম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণের প্রত্যয়

শোষণ-বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে ‘দোহ-দাহ-স্বপ্নযাত্রা’ শিরোনামে সাংস্কৃতিক সমাবেশ আয়োজন করেছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক এক্য। ১৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আয়োজিত হয় নবগঠিত সংগঠনটির প্রথম সাংস্কৃতিক সমাবেশ। সাংস্কৃতিক সমাবেশ উদ্বোধন করেন ’২৪ গণ অভ্যন্তরের শহিদ ফরহান ফাইয়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম তুঁইয়া এবং প্রবীণ কৃষকনেতা, যশোর ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক, লোকসংগীত শিল্পী রঞ্জিত বাওয়ালী।

শহিদ ফারহান ফাইজারের বাবা শহিদুল ইসলাম বলেন, ছাত্রা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। সেই সংগ্রাম করতে গিয়ে আমার একমাত্র সন্তান নিহত হয়েছে। তার সেই স্মৃতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা তার স্মৃতিকে স্বার্থক করে তুলবেন সেটাই আমার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর সহসভাপতি জামসেদ আনোয়ার তপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন বিবর্তন সাংকৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাস্টু। এতে মৰ ভায়োলেন্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে পিটিয়ে মানুষ হত্যা, পাহাড়ে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত-সহিংসতা ও প্রাণহানির মতো মর্মান্তিক ঘটনার নিম্ন জানানো হয়। ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়, অন্তর্ভূতি সরকারের নতজানু নীতির কারণে দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিস্বাদী অপশঙ্খির আক্ষালন জনমনে ভীতি ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দ্রুত শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিও জানানো হয় সমাবেশের ঘোষণাপত্রে। আলোচনায় বক্তব্য



ରାଖେନ ଶହିଦ ଆସାଦ ପରିସଦରେ ଶାମସୁଜାମାନ ମିଲନ, ଗଣସଂକ୍ଷତି କେନ୍ଦ୍ରେ ଜାକିର ହୋଲେନ, ପ୍ରଗତି ଲେଖକ ସଂଘେର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାଶ ଏବଂ ଚାରଣ ସାଙ୍କ୍ଷତିକ କେନ୍ଦ୍ରେର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜାକିର ହୋଲେନ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଥଳାଳା କରେନ ଖନ୍ଦକାର ଶାତୁ ଆଲାମ ଓ ସମ୍ବିମ୍ତା ସୁନ୍ତି ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বৈরাচার শেখ
হাসিনার সরকারের বিরণক্ষে ছাত্র-জনতার
অভূতপূর্ব গণ অভ্যর্থনারে সময় জুলাই-
আগস্টে নির্বিকার হতাকাও ঢালাণো হয়।
সেসব হ্যাত্যকাণ্ডের বিচার কাজ শুরু হয়েছে,
যা ইতিবাচক। তবে, বিচারকাজে যেন কোন
অবহেলা না হয় এবং সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচার
নিশ্চিত হয় সে দাবি জানান বক্তৱ্য। তারা

বলেন, অভুত্তান পরবর্তী সময়ে অনেক কিছুই
প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এলেও এখন পর্যন্ত
মুক্তভাবে সংস্কৃতি চর্চা করা যাচ্ছে না। রাজধানীর
শিল্পকলা একাদেশি সীমিত পরিসরে খুলে দেয়া
হলেও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ক্ষতিহ্রস্ত অনেক
সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রই এখনও বন্ধ পড়ে আছে।
সেগুলো অবিলম্বে মেরামত করে খুলে দেয়া
এবং সংস্কৃতি চর্চার অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে
নিশ্চিত করার দাবি জানান সমাবেশের নেতৃত্বালোচন
আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণীত সর্ব
ধরনের নিপীড়নমূলক আইন বাতিল এবং এসে
আইনে গ্রেষ্মার সবাইকে দ্রুত মুক্তি দেয়ার দাবি
জানানো হয় সমাবেশে। এছাড়া, সব ধর্মীয় ও
জাতিসংগ্রামের অধিকার নিশ্চিত করা এবং মাজারের

বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের লড়াই অব্যাহত রাখার আহ্বান

বাসদের মতবিনিময় সভা বরিশাল

জুলাই অভ্যর্থনার প্রত্যাশায়

৭ নভেম্বর বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও
কলশ বিপ্লবের ১০৭কম বার্ষিকী উপলক্ষে বরিশাল
নগরীর কীর্তনখোলা মিলনায়তনে বিকেল ৪টায়
জুলাই অভ্যুত্থানের প্রত্যাশায় বৈষম্যহীন সমাজ
নির্মাণের লড়াই অব্যাহত রাখার আহবানে
বাসদের মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ
বরিশাল জেলা শাখার সমষ্টয়ক ডা. ইন্দীশ
চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময়সভায়
বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ
সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ,
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) বরিশাল
জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান
সেলিম, বাম গণতান্ত্রিক জোট বরিশাল জেলা
শাখার সমষ্টয়ক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহ
আজিজ খোকন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বরিশাল
জেলা শাখার আহ্বানক শিকদার হারঞ্জন
রশীদ মাহমুদ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা
বিভাগের সহকারি অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার সরকার,
বাংলাদেশ নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশন বরিশাল
জেলা শাখার সভাপতি শেখ আবুল হাশেম,
বাকবিশিস বরিশাল জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক
অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী
অ্যাডভোকেট আবু আল রায়হান, আইনজীবী



অ্যাডভোকেট হাসিবুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী
ছাত্র আন্দোলন প্রজমাহেন কলেজ শাখার অন্যতম
সমন্বয়ক মো সারিব হাসেন প্রমুখ।

মেতুবন্দ বলেন, জুলাই অভ্যর্থামে হাজারো ছাত্র-জনতা প্রাণ দিয়েছে, আবার এই অভ্যর্থানকে কাজে লাগিয়ে এক ফ্যাসিবাদকে ইটিয়ে আবারও শৈশবমূলক বৈরাচারী ব্যবস্থা কার্যমের জন্য অনেকে সচেষ্ট হচ্ছেন। ২৬ সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, তিনি মাসে তিনি হাজার কোটিপতি বেড়েছে। বিভিন্ন পদে দলীয় সুপারিশে পদায়ন হচ্ছে, অথচ জুলাই অভ্যর্থানে গণহত্যায় জড়িতদের বিচার হচ্ছে না। আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নেয়া হচ্ছে না অথচ সারাদেশে টার্মিনালে-ষাট, বাজারে-সর্বত্র দখলদারত্ত্ব-লুটপাট চলছে। অভ্যর্থামে নিহত ছাত্র-শ্রমিক লুটপাটের ব্যবস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয়ানি।

কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ বলেন
অন্তবর্তীকালীন সরকারের আশু কাজ জুলাই
অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের বিচার, আহতদের
পুনর্বাসন, দ্বর্বয়মূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনজীবনের শৃঙ্খলা
প্রতিষ্ঠা। এপর্যন্ত মৰ কিলিংয়ে ঢাকায় ২৮ জনসহ
সারাদেশে ১৫০ জন মানুষ গণপিটুনিতে নিহত
হয়েছে। সিভিকেট ভাঙার ব্যাপারে সরকারের
এপর্যন্ত সাফল্য শূন্যের কাছাকাছি। সরকারের
এসব আশু পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ পর্যাণ
না, কিন্তু সংবিধান বাতিল, রাষ্ট্রপতি অপসারণসহ
সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে নানা বিআন্তিক
আলোচনার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি
হচ্ছে। কমরেড ফিরোজ বলেন, সরকারের দিব
থেকে দ্রুতই গণতন্ত্রে উন্নয়নের জন্য নির্বাচন
ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সংস্কারসহ একটি সুনির্দিষ্ট
রোডম্যাপ ঘোষণা করা জরুরি।

শহিদ ডা. মিলন দিবসে
বাসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অপূরণ

দশম পৃষ্ঠার পর

হলেও দীর্ঘ ৩৪ বছরেও মিলন হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তিনি ডাঃ মিলনের স্মৃতি ফলকে শুধু বৈরাচারের গুলিতে নিহত ডাঃ মিলন না লিখে সামরিক বৈরাচার এরশাদের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের গুলিতে শহিদি মৃত্যুবরণ করেন ডাঃ মিলন উল্লেখ করার কথা প্রস্তাব করেন। একইভাবে '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের শহিদ আসাদ ও ২০২৪ এর বৈষম্যবিরোধী আন্দেশনের গণ অভ্যুত্থানে শহিদ সাইদ ও শহিদ মুক্তির খুনীদের নাম উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন। এই শহিদদের যেমন মানুষ শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে তেমনি তাদের খনিদের নাম ঘণার সাথে মনে রাখবে।

তিনি আরও বলেন, '৬৯-এ আসাদের মৃত্যু, '৯০-এ মিলনের মৃত্যু আর '২৪ এ সাইদের মৃত্যু আদনে গতিসংধার করে স্ফুলিঙ্গ রূপ নেয়া দরবানালের।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

শহিদ ডা. সামুত্তুল আলম মিলনের ৩৪তম
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র ক্রটে পক্ষ থেকে ২৭
নভেম্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি
মুক্তা বাটে, সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন,
সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ ও
দণ্ডের সম্পাদক অনিক কুমার দাসের নেতৃত্বে
পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

সারা বছর কাজ-খাদ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, কৃষি প্রধান দেশের ক্ষকসমাজ-যারা দেশের মানুষের মুখের খাবার তুলে দিয়ে নিজের অভুত-অধৃত থাকতে বাধ্য হন, তাদের একটা অংশ নিয়ে রংপুরে এই কৃষক-খেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ। এই সমাবেশে অংশ নিতে যেসব কৃষক-খেতমজুর আদিবাসীদের কৃষক-কৃষণী ভালোবাসার আকর্ষণে দায়িত্বের বক্ষনে যুক্তির আন্তিমতে কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হয়েছেন আর তাদের পাশে দাঁড়ানোর মৌলিক বিভিন্ন দলের মেত্ববন্দ, কৃষক সংগঠনসহ নানা সামাজিক-সংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা কর্মীবন্দ, সুবীজন উপস্থিতি আছেন, আপনাদের সবাইকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে জানাই রাখিম শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন।

গত ৫ আগস্ট শোষণসৃষ্টি বৈষম্য ও ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি দুঃশাসন বিরোধী এক প্রতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান বহু ত্যাগ ও প্রাণের বিনিয়োগে সংগঠিত হয়েছে। আমি গভীর শুভায় সকল নিহত-আহতদের স্মরণ করছি। বিশেষ করে রংপুরের কৃষক পরিবারের স্বতান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অকুতোভয় সংগ্রামী শহিদ আবু সাঈদকে স্মরণ করছি। তার সাহসী আত্মবিলান সংগ্রামের অগ্নিমিথী জালিয়েছিল।

অসংখ্য তরঙ্গ-যুবকের মুখে দিয়েছিল ভাষা-'বুকের ভিতর দারুণ বাঢ়, পেতেছি বুক গুলি কর'-এই প্রত্যয়ে সর্বস্তরের মানুষ অদম্য প্রতিরোধে ব্যর্থ করে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদী শক্তির সশস্ত্র হামলা-অক্রমণ। যে ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, গুলি চালানো পুলিশ দলের একজন তাদের বড় কর্তাকে মুর্ঠোফোনে জানাচ্ছেন-'স্যার, একটাকে গুলি করি, সেটা মরে কিন্তু পাশ থেকে একটাও নড়ে না।' এ ধরনের চিত্র ভিল্লি প্রেক্ষাপটে আমাদের ভূখণ্ডের দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ৫৩ বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তারপরও আমাদের বিজয় এসেছে অনেকবার কিন্তু মুক্তি আসেনি। কারণ জনতার রক্তে ক্ষমতার পালাবদল হলেও শোষণমূলক ব্যবস্থার বদল হয়নি, জনতার হাতে ক্ষমতা আসেনি। বিদেশি বিট্চিশ শোষকের হাত থেকে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শোষকের হাতে, তাদের হাত থেকে দেশি শোষকদের হাতে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে শাসক-শোষকদের কাগজে লেখা ও কানে শোনা আশ্বাসের বহু বাণীর বিশ্বাস ভঙ্গে জনতার দীর্ঘশাসন প্রলম্বিত করেছে। জনযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতাকে ব্যক্তি ও দল কুক্ষিগত করেছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের গণআকাঙ্ক্ষাকে শাসকশ্রেণি পদদলিত করে উলটো পথে দেশ শাসন করে চলেছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদকে বাণিজ্যিক পণ্যের মতো ব্যবহার করেছে। ৫৩ বছরে মানুষ বেসামরিক থেকে সামরিক, সামরিক থেকে বেসামরিক, বহুদল থেকে একদল, একদল থেকে বহুদল, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের রং তামাশা দেখেছে। বিশেষ করে গত ১৫-১৬ বছরের একদলীয় কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের শাসনোধ করা পরিবেশে কাটিয়েছে। তার পরিগতিতে বৈষম্য বিরোধী চেতনায় হলো '২৪-এর গণ অভ্যুত্থান।

এখন চলছে অস্থির সময়। চলছে হাত বদলের নানা আয়োজন। নানা গোষ্ঠী ও শক্তি রয়েছে তৎপর, তাদের আশু ও ভবিষ্যৎ স্বর্ণ উদ্ধারের মনোযোগে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা অনেকটা উপেক্ষিত। বাজারের আঙ্গনে পুড়েছে মানুষ। একটা উদাহরণ টানা যেতে পারে। শ্রীলক্ষ্মাণ একটা গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল। একই

কমিউনিস্ট দল জয়ী হয়েছে। ফলাফলে সেটেবার ২০২২-এর মূল্যস্ফীতি ঘটেছিল ৬৭ শতাংশ। এখন তা -০.৫ শতাংশে নামানো গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য কমছে না, মূল্যস্ফীতি কমছে না, খোঢ়া যুক্তি চলছে। আহেতুক বিতর্কের পাহাড় জমানো হচ্ছে। প্রতিহিস্মা, তৎক্ষণাত্মক উদ্ভেদন, গণ উন্নয়ন সৃষ্টি আরাজকতার কাছে নতি স্বীকার করে সঠিক সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনগণের প্রকৃত শক্তিকে চিনে নিতে হবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে গণবিরোধী ও কুসংস্কারের কালো ছায়া সরাতে হবে। আমাদের এই সমাবেশে আমাদের দলের সাধারণ সম্পদক করেড বজলুর রশীদ ফিরোজসহ অন্যান্য নেতৃবন্দ আলোচনা করবেন। আমি সর্বশেষ বলতে চাই বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ৫৮ শতাংশ নারী শ্রমিক। কৃষিতে ২৩ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭টি কাজে অংশগ্রহণ করে নারীরা। কৃষিতে নিয়োজিত কিন্তু নারীর নামে জমি না থাকায় কৃষক হিসাবে স্বীকৃতি নাই, কৃষিকার্ড নাই। ফলে সার, বীজ পায় না, কৃষি ঝণ পায় না। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে শুধু হাত বদল নয় ব্যবস্থা বদল করতে হবে।

এই বলেই আমি আবারও সবাইকে আস্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সমাবেশের সাফল্য কামনা করে সমাবেশের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থানে নিহত শহিদদের প্রতি শুভাও ও লাল সালাম জানিয়ে বলেন, গণ অভ্যুত্থানের স্লোগান উচ্চারিত হয়েছিল—বৈষম্যহীন সমাজ চাই। রাষ্ট্র পরিচালনায় কর্তৃত্ববাদী-ফ্যাসিবাদী, স্বৈরতন্ত্রিক শাসনের অবসান ও অপসারণ করতে চাই। ফ্যাসিবাদের মূলভিত্তি উৎপাটন করতে হবে। আমাদের দেশে যে শ্রমশক্তি আছে তার ৫৮ ভাগ কৃষি শ্রমের সাথে যুক্ত। ৫৮ ভাগের ৭৪ শতাংশ নারী শ্রমিক। দেশের কৃষক একবার কিনতে ঠকে আরেকবার বেচতে ঠকে। ফসল উৎপাদন করতে গেলে সার-বীজ, কীটনাশক ও ঘৃণ্ণ, সেচসহ কৃষি উপকরণ লাগে। এই কৃষি উপকরণের দাম আর মানুষ ভিল্লি প্রেক্ষাপটে আসে কাজে নাই। এ ধরনের ক্ষমতায় যায় ধনিক শ্রেণির রাজনৈতিক দল তখন তাদের কাছে জনগণ প্রধান হয় না। প্রধান হয় লুটপাট ও ধনিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা। আমাদের দেশের মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ২০০ বছর লড়াই করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৩ বছর। ১৯৭১ সালে দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। ৯ মাসের লড়াইয়ে ৩০ লাখ মানুষ জীবিতে দিয়েছে, ২ লাখ মানুষ স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, উপনিরবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছি এটা হচ্ছে স্বাধীনতা। আবার কেউ বলছেন এটা বিপ্লব! আমরা বলতে চাই স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, উপনিরবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছি এটা হচ্ছে স্বাধীনতা। আজকে নতুন প্রজন্মের কাছে কেউ কেউ উত্থাপন করতে চায় এটা নাকি দ্বিতীয় স্বাধীনতা! আবার কেউ বলছেন এটা বিপ্লব! আমরা বলতে চাই স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, উপনিরবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছি এটা হচ্ছে স্বাধীনতা। আজকে আপনারা কোন উপনিরবেশিক শক্তির হাতে থেকে দেশকে মুক্ত করা, আত্মিনান্ত্বণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যেমন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের হচ্ছিয়ে দেশকে প্রায়-উপনিরবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছি এটা হচ্ছে স্বাধীনতা। আজকে আপনারা কেন উপনিরবেশিক শক্তির হাতে থেকে দেশকে স্বাধীন করলেন। এই ধরনের বিভাস্তুলক বক্তব্য কেন দিচ্ছেন? আরও কথা উঠেছে-এটা কী গণ অভ্যুত্থান, না বিপ্লব। বিপ্লব কথার অর্থ কী? জনগণের সর্বান্বক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকশ্রেণিকে উৎখাত করে জনসাধারণের অধিকাংশের অংশগ্রহণ ও সমর্থনপূর্ণ অন্য আরেক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং সামাজিক সম্পর্কসমূহের গুণগত পরিবর্তনই বিপ্লব। এর মানে হচ্ছে একটা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এক শ্রেণির হাত থেকে আরেক শ্রেণির হাতে ক্ষমতায় যাওয়া। যেমন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের হচ্ছিয়ে দেশকে প্রায়-উপনিরবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছি এটা হচ্ছে স্বাধীনতা। আজকে আপনারা কেন উপনিরবেশিক শক্তির হাতে থেকে দেশকে স্বাধীন করলেন। এই ধরনের বিভাস্তুলক বক্তব্য কেন দিচ্ছেন? আরও কথা উঠেছে-এটা কী গণ অভ্যুত্থান, না বিপ্লব। বিপ্লব কথার অর্থ কী? জনগণের সর্বান্বক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকশ্রেণিকে উৎখাত করে জনসাধারণের অধিকাংশের অংশগ্রহণ ও সমর্থনপূর্ণ অন্য আরেক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং সামাজিক সম্পর্কসমূহের গুণগত পরিবর্তনই বিপ্লব। এর মানে হচ্ছে একটা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এক শ্রেণির হাত থেকে আরেক শ্রেণির হাতে ক্ষমতায় যাওয়া। যেমন, ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর কমরেড নেন্টুত্তে বলশেভিক পার্টি রূজের্যাশ শ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বান্বক শ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। এটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ফলে জুলাই-আগস্টের গণ আদোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভ করেনি বা কোন বিপ্লবও ঘটেনি। শ্রেষ্ঠ গণ অভ্যুত্থান হয়েছে, একই শ্রেণির মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে মাত্র। এ ভূখণ্ডে আরও গণ অভ্যুত্থান হয়েছে ১৯৬৯ এবং '৯০ সালে। তবে এবারের অভ্যুত্থানের মধ্যে কিছু বিপ্লবী উপাদান রয়েছে। আমরা বলেছি, এটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা বা অন্য নাম দিয়ে নতুন প্রজন্মের চেতনা এবং তাদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের অপব্যবহার করবেন না। তাদের ভিল্লি কাটিয়ে করে বিদেশে পাচার করে। আবার এর নিজেদের দেশপ্রেমিক দাবি করে।

তিনি বলেন, যারা দেশে উৎপাদন করে তাদের খাদ্যের কোরার নিরাপত্তা নাই। কৃষক-খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গ্রাম-শহরের গরিব মানুষের জন্য আর্মি রেটে রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং কর্মসূজন প্রকল্প চালু করতে হবে। দেশের প্রায় ৫০টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের গরিব কৃষক, ক্ষুদ্রচারী, মাঝারি কৃষক, ভূমিহীন, দিনমজুর। এদের গণ অভ্যুত্থানে স্লোগান ছিল বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ বৈষম্যহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই গণ অভ্যুত্থানে অকাতরে ছাত্রাবাস করতে হবে। ছাত্রাবাসে প্রতিষ্ঠান নেতৃত্বে দিয়েছে আর বিপ্লবী রিসেট বাটন। কিন্তু আমরা এবারে যে ক্ষমতাকে প

আলু বীজ সরবরাহে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

সার-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সরবরাহ কর

বাসদ বগুড়া জেলা

আলু বীজ সরবরাহে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী
ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সার-
কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে
সম্মূল্যে প্রকৃত কৃষকদের সরবরাহ করা এবং
দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বর্গতি রোধ; শ্রমজীবীদের জন্য
আর্মিরেটে রেশনের দাবিতে-বাসদ বগুড়া
জেলা শাখার উদ্যোগে ২১ নভেম্বর সাতমাথায়
মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।



নূর হোসেন দিবস পালিত সৈরাচারের ভিত্তিমূল উৎপাটন করতে হবে

বাংলাদেশের সমাজতাত্ত্বিক দল-বাসদ-এর
উদ্যোগে ১০ নভেম্বর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির
সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড বজ্রুর রশীদ
ফিরোজের নেতৃত্বে নূর হোসেন চতুরে পুষ্পমাল্য
প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন
দলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস,
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী,
বর্ধিত ফোরামের সদস্য মাসিনউদ্দীন চৌধুরী,
খালেকুজ্জামান লিপনসহ নেতাকর্মীরা।

নূর হোসেন ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে দেওয়া
বক্তব্য কর্মরেড ফিরোজ বলেন, সামরিক
সৈরাচারের এরশাদ মানুষের মৌলিক অধিকার
কেড়ে নিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে দেশের আপামর
জনসাধারণ সোচার হয়। সামরিক শাসনের
অবস্থানের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে
১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ৮ দল, ৫ দল ও ৭
দল তিন জোট সচিবালয় ঘোড়াও কর্মসূচি পালন
করেছিল। নূর হোসেন নিজের বুকে 'সৈরাচার
নিপাত যাক' পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে
মিছিলে অংশ নেয়। সে মিছিল জৈরে পয়েন্ট
অতিক্রমের সময় তৎকালীন বিভিন্ন মিছিলে
গুলি চালালে নূর হোসেন গুলিবিন্দ হয়ে মৃত্যুবরণ



চট্টগ্রামে আইনজীবী হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চাই সারাদেশে সাম্প্রদায়িক উসকানি, উন্নাদনা ও হামলা রুখে দাঁড়াও



চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম-এর
হত্যার ঘটনার সাথে যুক্তদের হোঙার ও বিচার,
সারাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখা,
উসকানি দাতাদের চিহ্নিত করে বিচারের
দাবিতে বাসদের উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর জাতীয়
প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলীর
সভাপতিতে সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয়
কমিটির সদস্য প্রকৌশলী সম্পা বসু ও কেন্দ্রীয়
কমিটির বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেকুজ্জামান
লিপন। সমাবেশের পরে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই-আগস্টের
গণ অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল বৈষম্যবিরোধী।
ধর্মীয় বৈষম্য, অথনেতিক বৈষম্য, নারী-পুরুষের
বৈষম্যসহ সমাজে বিরাজমান সকল বৈষম্যের
অবসান। কিন্তু সে চেতনা এবং অর্জনকে ধ্বংস
করার জন্য দেশে চক্রান্ত ও বড়ব্যবস্থা চলছে।
দেশবাসী শহিদের রক্ত ব্যর্থ হতে দিবে না। ৫
আগস্টের পর থেকে নানা গোষ্ঠী ধর্মীয় উন্নাদনা

সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের মন্দির, বাড়িয়ের হামলা
করছে, মাজার-আঞ্চল ভাঙ্গুর করেছে, মনীষীর
চিত্রে কালিলেপন করেছে। বাম গণতাত্ত্বিক জোট,
বাসদ-সিপিবির সমাবেশে হামলা করে ভাঙ্গুর
করছে। সংবাদপত্রের অফিসে ভাঙ্গুর করেছে।
নির্মত্বাবে মানুষকে খুন করেছে। এর মধ্যদিয়ে
গণহত্যাকারী ফ্যাসিবাদী শক্তি ও মৌলিবাদী
সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে একটা অস্থিতিশীল
পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার
করার চেষ্টা করেছে। ফলে এই গণ-শক্তিদের
চিহ্নিত করে বিচার করতে হবে। অভ্যুত্থানের
বিজয়কে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, চট্টগ্রামে প্রকাশে
একজন আইনজীবীকে ন্যূনসভাবে কুপিয়ে হত্যা
করা জবন অপরাধ। এর সাথে যুক্তদের হোঙার
করে বিচারের মাধ্যমে দ্রষ্টান্তমূলক সাজা দিতে
হবে এবং সারাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায়
রাখার জন্য সকল দেশপ্রেমিক ও গণতাত্ত্বিক
মানুষকে এক্যবন্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

শহীদ ডা. মিলন দিবসে বাসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ



২৭ নভেম্বর '৯০-এর সৈরাচার বিরোধী
আন্দোলনের বীর শহিদ ডা. সামছুল আলম মিলন
দিবস। বাসদ এর উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল
কলেজ গেট সংলগ্ন ডা. মিলনের সমাধিতে এবং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাহাগার সংলগ্ন মিলনের স্মৃতি
সভ (নিবুম)-এ শান্তা জনিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা
হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলিকালে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয়
কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড
রাজেকুজ্জামান রতন, আরও ছিলেন নিখিল দাস,
জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন, মাসিন
উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ শিক্ষক
সমিতি আয়োজিত আলোচনাসভায় কর্মরেড রতন
বলেন, ১৯৯০ সালের এই দিনে সৈরাচারবিরোধী
আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সামরিক জাতার
লেগিয়ে দেওয়া সম্মানের গুলিতে শহিদি
মৃত্যুবরণ করেন ডা. মিলন। ডা. মিলনের শহিদি
আতাদানের মাধ্যমে সৈরাচার বিরোধী আন্দোলন
বেগবান হয় এবং ৬ ডিসেম্বর ছাত্র-জনতার
গণ অভ্যুত্থানে সামরিক জাতা সৈরাচারী এরশাদ
সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু সৈরাচারের পতন
এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে দ্রুত রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে

বজলুর রশীদ ফিরোজ



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্মরেডে বজলুর রশীদ ফিরোজ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানপরবর্তী রাজনৈতিক ও অন্তর্ভুক্তি সরকারের নানা উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনজুরুল ইসলাম, যা ২১ অক্টোবর ২০২৪ সংখ্যায় ছাপা হয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাঁর সাক্ষাৎকারটি মাসিক ভ্যানগার্ড-এ প্রনয়ন্ত্রণ করা হলো।

-সম্পাদক।

প্রথম আলো : আপনারা দীর্ঘদিন ধরে সুষ্ঠু নির্বাচন ও সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। ২০২৪ সালে এসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতন হলো। এই গণ অভ্যুত্থানের ক্ষমতার প্রথম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

বজলুর রশীদ ফিরোজ : যেকোনো সাফল্যের পেছনে মানুষের শ্রম থাকে, সংগ্রাম থাকে, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্যের পেছনেও থাকে দীর্ঘদিনের লড়াই। দুর্নীতি, দুশ্শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো ছিলই, এর সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বনি করা নিয়ে মানুষের পুঁজীভূত ক্ষেত্রে ছিল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ এই তিনটি

প্রথম আলো : বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি শব্দ হলো সংস্কার। অন্তর্ভুক্তি সরকার ও সংস্কারের কথা বলছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এসব কমিশনের কাছে আপনাদের প্রত্যাশাগুলো কী?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : এই কমিশনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাদিকার হৃৎ করা হয়েছিল।

এর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে এসে ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের সফল অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন হয়েছে। শুধু ৩৬ দিনের আন্দোলনেই গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে-এভাবে ভাবাটা ঠিক নয়।

এই অভ্যুত্থানে দুটি বিষয় গণ আকাঙ্ক্ষারপে হাজির হয়েছে। একটি হলো বৈশ্য বিবেচনার পক্ষে সংস্কারের রূপরেখা, পরিধি-সময়সীমা ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা না হওয়ায় পুরো বিষয়টি এখনো অঙ্ককারে রয়েছে।

তবে মীমাংসিত বিষয়ে নতুন বিতর্কও যেন

সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করবে না; তবে সমাধানের কিছু পথ দেখাবে—জনগণ এমন প্রত্যাশা করে। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সংকট চিহ্নিত করা, সমাধানের পথ নির্দেশ করা এবং খানিকটা দূর করার উদ্যোগ নেবে কমিশনগুলো।

তবে মীমাংসিত বিষয়ে নতুন বিতর্কও যেন সংকটের জন্য না দেয়, সে ব্যাপারে কমিশনকে সতর্ক থাকতে হবে। বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সংস্কারের রূপরেখা, পরিধি-সময়সীমা ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা না হওয়ায় পুরো বিষয়টি এখনো অঙ্ককারে রয়েছে।

প্রথম আলো : সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান কী? বাহাতুরের সংবিধানের সংশোধন না নতুন সংবিধান প্রণয়ন—আপনাদের দাবি কোনটা?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : ৫২ বছর ধরে যারা দেশ শাসন করেছে, ক্ষমতার স্বার্থে তারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানকে অধীকার করেছে কিংবা পাশ কাটিয়ে অথবা বিক্রত করে গেঁজিমিলের দলিলে পরিণত করেছে। আপাতত অগণতান্ত্রিক সংশোধনীগুলো বাতিল করে বিভিন্ন জাতিসভার স্বীকৃতি, সম্পত্তির উত্তোলিকারে নারীর সমানাধিকার, মৌলিক অধিকারের আইনি সুরক্ষা, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা এবং ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে সংশোধন করলেই চলবে বলে মনে হয়। একটি সুষ্ঠু আবাধ নির্বাচনসহ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার ন্যূনতম সংস্কার করার চেয়ে এই সরকারের বেশ কিছু করা উচিত হবে না।

প্রথম আলো : কোনো কোনো দল আগে নির্বাচন, পরে সংস্কার—এমন কথা বলেছে। রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে আপনার মতামত কী?

বজলুর রশীদ ফিরোজ :

এই কমিশনগুলো

জানতে চাই।

বজলুর রশীদ ফিরোজ : সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাগজে-কলমে সংস্কারই যথেষ্ট নয়; সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন জরুরি। আগে-পরের বিষয় নয়, স্বচ্ছ ও মৌখিক মতামত বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আগে-পরে এই বিতর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না।

সংস্কার ও নির্বাচন-একটা অপরটার বিরোধী নয়; কিন্তু আলোচনাটা এমনভাবে হচ্ছে যেন একটা করলে আরেকটা করা যাবে না। দুটি সমান্তরালভাবে করতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যতটুকু সংস্কার, ততটুকু করে দ্রুত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত সরকারের প্রধান কাজ।

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়-বিষয়ে সব দল একমত। নির্বাচনকে টাকা, সাম্প্রদায়িকতা ও পেশিশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ‘না’ ভোটের বিধান, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর জন্য যতটুকু সংশোধন প্রয়োজন, ততটুকুই সংস্কার করা দরকার।

প্রথম আলো : সংস্কারের জন্য সরকারকে কত সময় দিতে চান? কত দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেটা যৌক্তিক হবে বলে মনে করেন?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : অন্তর্ভুক্ত সরকারকে কোনো সময় বেঁধে দিতে চাই না। তবে তাদেরকে অনিন্দিষ্টকাল সময় দেওয়াও ঠিক হবে না। সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে দ্রুতই একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করা দরকার। না হলে জনমনে সন্দেহ তৈরির অবকাশ থেকে যাবে।

লালন ফকিরের ১৩৫তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত

লালন চিন্তার আলোকে শোষণ-
বৈশ্যহীন, অসাম্প্রদায়িক
বাংলাদেশ নির্মাণের প্রত্যয়

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বাউল সাধক লালন ফকিরের ১৩৫তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৫ অক্টোবর '২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নেহপার্ক স্বাধীনতা চতুর্থ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

‘দ্রোহে প্রতিরোধে লালন’-এই শিরোনামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতি করেন সংগঠনের সভাপতি নিখিল দাস। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কর্মরেডে রাজেকুজামান রতন, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু, সংগঠনের সহসভাপতি শাহজাহান কৰীর ও কামরজামান ভুঁইয়া প্রমুখ।

আলোচনাসভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, লালন এক বিশ্বযুক্ত সৃষ্টি। রাজা রামমোহন রায়, দীর্ঘবয়স্তু বিদ্যাসাগরসহ অনেক মনীষী ভারতবর্ষের নবজাগরণ যাদের হাত ধরে শুরু হয়েছিলো তারা ইউরোপের রেঁনেসার সৃষ্টিকর্মের সামৃদ্ধ পেয়েছিলেন। কিন্তু লালন এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাননি। তাহলে তার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উৎস কী? সেটি হলো সমাজের ব্রাত্যজনের চলমান অস্তিস্থানের ভাবসম্পদ।



বৌদ্ধ সহজিয়া, সুফিবাদী চিন্তা ও বৈষ্ণব মতের যে মিথক্রিয়ায় বাউল চিন্তা গড়ে উঠে তা সমাজ দেহে একটি শক্তিশালী মতাদর্শ নির্মাণ করে, যেটি লালন ধারণ করেছিলেন। তিনি বাউল চিন্তার আলোকে জাত-পাত, ধৰ্মীয় বৈষ্ণব্যের বিরুদ্ধে আলোচনা করেছিলেন আস্ত্রালোক চেতনার একজন লোক দার্শনিক।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিধার যা স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছিল এবং স্বাধীনতাভোগীর সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সম্মাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বিগত ৫২ বছর ধরে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ বছরে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে উৎস হিসেবে '৭২ এর সংবিধানকে অভিযুক্ত করেছে। এটি একটি ভাস্ত ধারণা। '৭২ এর সংবিধান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আদান ও ২ লাখ মা বোনের সন্মুখ হারানো জীবন থেকে উঠে আস। এটি জনযুদ্ধের সংবিধান, মুজিবীয় সংবিধান নয়। সুতরাং যারা '৭২ এর সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা বলেন, তারা হয়তো অজ্ঞতাবশত বা দুরভিযুক্তমূলকভাবে বলেন। অনেকের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধকে অবজ্ঞার প্রবণতা দেখা যায়। এর মধ্য দিয়ে আমরা পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এটি জনগণের কাম্য নয়।

নেতৃবৃন্দ লালন দর্শনের আলোকে শোষণ-বৈশ্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণের সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আলোচনাসভা শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীরা লালন সংগীত পরিবেশন করেন।

বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং রূপ সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায়
সভা-সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়



বরিশাল



সিলেট



চট্টগ্রাম



মাওলা



সিরাজগঞ্জ



জামালপুর



গাজীপুর

বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং কৃষি সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায়
সভা-সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়



নারায়ণগঞ্জ



খুলনা



কুষ্টিয়া



নওগাঁ



জ্যোতিরহাট



কুষ্টিয়া



ফেনী



হবিগঞ্জ

সারা বছর কাজ-খাদ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার দাবি

নবম পৃষ্ঠার পর

দেশের মানুষ ত্রিটিশের বিরুদ্ধে ২০০ বছর সংগ্রাম করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, স্বেরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে জনযুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধে তাদের সংগ্রামী চেতনা এবং দৈর্ঘ্যদিনের সংকৃতি-ইতিহাস, ঐতিহ্য এগুলো রিসেট বাটন পুশ করে মুছে দেওয়া যায় না। সমাজ বিকাশের নিয়ন্ত্রণে এইভাবে পড়তে চাইলে ভুল হবে।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, বিগত সরকারের মতো বর্তমান সরকারও এখন পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। হাসিনা ও তার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীর নাই, তাহলে আজকে সিস্কিউট করা গড়ে তুলেছে? নতুন সিস্কিউটের জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে? আপনাদের হাতে পুলিশ ও প্রশাসন। দ্রব্যমূল্য কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নাই? আমরা শেখ হাসিনার সময় দেখেছি দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেল সরকার ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে শুল্ক কমিয়ে দিয়েছিল। তাতে জিনিসপত্রির দাম কমেনি। ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়, তাদের মুনাফা বাড়ে, জনগণ কোন উপকার পায় না। এই সরকারও আমদানি শুল্ক কমিয়েছে কিন্তু জনগণ লাভবান হয়নি ব্যবসায়ীরাই লাভবান হচ্ছে। জনগণের মনে প্রশ্ন, তাহলে আপনারা শেখ হাসিনা সরকারের চেয়ে ভালো কী করেছেন?

শেখ হাসিনা পদত্যাগের আগে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করলেন এবং বললেন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তখন ব্যবসায়ীরা বললেন তারা শেখ হাসিনার সাথে থাকবে। আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন প্রায় তিনি মাস হতে চলছে কিন্তু যে চিহ্নিত সিস্কিউট দ্রব্যমূল্য বাড়িয়েছিল এখনও তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বিচার করাও হয়নি। যারা ব্যাংকের টাকা মেরে বিদেশে পাচার করেছে—এস আলম গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, এরকম অনেক আছে আপনারা এদের হেতুর করতে পারেন নাই? এগুলো না করতে পারলে আপনাদের ব্যর্থতার তালিকা দীর্ঘ হবে। যে ব্যবসায়ী-সিস্কিউট আওয়ামী লীগের ছেচায়ায় লুটপাট চালিয়েছে তারা এই সরকারের ছেচায়ায় তালুকার কাজ করেছে।

যখন যে সরকার আসে তার ছেচায়ায় থেকে ব্যবসায়ীরা জনগণের পকেট কাটে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানান তিনি।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপি ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সাথে জোটে থাকা দলগুলোর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এখন গণহারে মামলা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেছে এমন পুলিশের কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মামলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-এমপি

ও নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ডে বিভিন্ন অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা না হয়, তা হলে এসব মামলার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না এবং অনেকেই রেহাই পেয়ে যাবে। তাই সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা হওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তোফাজলের মতো একটা নিরীহ মানুষকে সন্দেহবশত নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যার বিচার হয়নি। গণপিটুনির মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। দেশের বিভিন্ন হানে ডাকতি, ছিনতাই, চুরি-রাহজানি বেড়েই চলছে। জনজীবনে স্পষ্ট ফিরিয়ে আনতে না পারলে অভ্যর্থনা বেহাত হয়ে যেতে পারে।

তিনি বলেন, জনগণ বিগত ১৫-১৬ বছর জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় নির্বাচন তথা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে পারে নাই তাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজন করে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বস্তু মানুষ অস্ত্বত্বী সরকার কোন এজেন্ডা নিয়ে এগুচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

তিনি বলেন, বেশ কিছু জাতীয় দিবস বাতিল করা হয়েছে। ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবস বাতিল করেছেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান পাশ করা হয়। শেখ হাসিনা যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষের বয়ান দিয়েছে আপনারও সে রকম ইস্যু তৈরি করে নতুন বিতর্কিত বয়ান নিয়ে আসছেন। একদিকে আপনারা অস্ত্বত্বী মুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা বলছেন অন্যদিকে বিভাস্ত্বমূলক বক্তব্য দিয়ে বিতর্ক উসকে দিচ্ছেন। সরকারের কাজে অস্ত্বত্বীর নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে না।

তিনি বলেন, অস্ত্বত্বী সরকারকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। এ সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার কথা বলছেন। আমাদেরকে দুইবার ডাকা হলো তাদের সাথে আলোচনার জন্য। তারা আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন মাত্র ৩০ মিনিট। এত কম সময়ে তো কোন কথাই শোনা ও বলা যায় না। বাম জোটের ডটা পার্টির জন্য সময় রেখেছে আধ ঘণ্টা। এই আধ ঘণ্টা সময়ে কি রাজনৈতিক আলোচনা করা যায়। এটাতো কুশল বিনিময় করতেই চলে যায়।

তিনি বলেন, সংবিধানের জন্য ১১টি কমিশন করেছেন, সেই কমিশনের কাপোরেখা কী? সংবিধান

সংশোধনী না পুনর্নির্খন অস্ত্বত্বীকালীন সরকারের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধান সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছেন! সংবিধান সংস্কারের জন্য কমিটি করা হয়েছে এর মধ্যে কেউ কেউ আবার বলছেন সংস্কার নয় পুনর্নির্খন করতে হবে। এই সংবিধান ছাড়ে ফেলে দিবেন!

আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের কোনো দলীয় যুদ্ধ ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এ লড়াই হয়েছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের আপামর মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটা জনযুদ্ধ। যে কারণে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, ‘আমরা বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিধার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম’ সেই জনযুদ্ধের ফসল আওয়ামী লীগ দলীয়করণ করেছে। আওয়ামী লীগসহ কোন শাসক দলই স্বাধীনতার ঘোষণা বাস্তবায়ন করে নাই। আমরা বলেছি ৭২ এর সংবিধান মূলত, একটা বুর্জোয়া সংবিধান। এর অসম্পূর্ণতা ঘাটতি আছে। এখন সে অসম্পূর্ণতা পূরণ করতে হবে ঘাটতি দূর করতে হবে। ঘাটতি কী? যেমন, বাংলাদেশের সমস্ত জাতিমোষী সংবিধানে স্বীকৃত পায়নি, নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হলো উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি, মৌলিক অধিকারকে আইন দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়নি।

আমরা বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাকে বিসর্জন দিয়ে নয়, বরং তাকে ধারণ করে, গণ অভ্যর্থনার চেতনাকে যুক্ত করে শাসন কাঠামো তৈরি করতে হবে। এছাড়া অন্যকিছু বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করবে না।

তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে দেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে। ৫ আগস্ট বিকেল থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত অস্তত ১ হাজার ৬৮টি ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর বাইরে হামলা হয়েছে ২২টি উপসনালয়ে। ৩১ অক্টোবর হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দীপালি ও কালীপূজাকে কেন্দ্র করে ২৬ অক্টোবর মাদারীপুর জেলার ভূরঘাটা এলাকায় ২৫০ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল কুঙ্গবাড়ির মেলা। সে মেলা বন্ধ করার জন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়। প্রশাসন সে মেলা বন্ধ করে দেয় পরে জেলা প্রশাসক আবার দুদিনের জন্য মেলা অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি দেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের কমিটি গঠন

করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মায়নের অস্ত্বত্বীর পর থেকে জামায়াত-হেফাজত ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি এদের বিরুদ্ধে কুঠা এবং মিথ্যা প্রচার চালাতে থাকে। তাদের দাবির মুখে নতি স্বীকার করে শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা সে কমিটি বাতিল করে দেয়। মরের মাধ্যমে মৌলবাদী শক্তি নতুন নতুন নাবি তুলছে আর এই সরকার তা বাস্তবায়ন করছে। এভাবে চললে একটা রাজনৈতিক সংকট ও গণ অভ্যর্থনার শক্তির মধ্যে বিভক্তি তৈরি হবে।

তিনি বলেন, দেশে একটা প্রবাদ আছে সকালের আকাশ দেখলেই বুরা যায় দিনটা কেমন যাবে। অভ্যর্থনায় যে মানুষ নতুন ব্যবস্থার স্পন্দনে দেখেছিল ইতিমধ্যেই তারা হতাশ হতে শুরু করেছে। তাদের কাছে প্রশ্ন এরা দেশটা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা অস্ত্বত্বীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি ধর্মীয়দের তোষণ নয় প্রয়োজনীয় কাজের দিকে নজর দিন।

তিনি আরও বলেন, দেশের ৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। অর্থচ কৃষকের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কমিশন হয়নি। আমরা দাবি করছি কৃষক, খেতমজুর, আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ, কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে এবং কৃষক প্রতিনিধি নিয়ে কৃষি অধিকার রঞ্চ কর্মশন গঠন করুন। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার, জানমালের নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা আদিবাসী কমিশন গঠনেরও দাবি জানাচ্ছি। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা কর্মপরিধির জাল অনেক বিস্তৃত করে ফেলেছেন সে জাল গুটিয়ে

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আদেশের বাস্তবায়ন চাই ব্যাটারি রিকশা চলাচলে হাইকোর্টের আদেশ পুনর্বিবেচনা কর

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ

হাইকোর্ট কর্তৃক ঢাকা মহানগরে ব্যাটারি রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন ও হাইকোর্টের দেয়া নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষেপ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দাউদ আলী মাঝুরের সভাপতিত্বে ও অর্থ সম্পাদক রোখশানা আফরোজ আশার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের আহ্বানক খালেকুজ্জামান লিপন, সদস্য এস এম কাদির, ঢাকা মহানগরের উপদেষ্টা আফজাল হোসেন, ঢাকা মহানগর শাখার নেতা সেকান্দর আলী, শাওন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ো।

ব্যাটারি রিকশা চলাচলে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে সমাবেশে নেতৃত্ব বলেন, আদোলত ব্যবহার করে শ্রমিকের জীবিকার উপর আক্রমণ করবেন না। বিকল্প কাজ দিতে না পারলে তাদের কাজ কেড়ে নেয়া তাদের বিপন্ন দশায় ফেলা কোনোভাবেই গ্রহণ যোগ্য হবে না, সেটা মানবিক হবে না। ঢাকা মহানগরের সর্বত্র গণপরিবহন না থাকায় প্রধান সড়ক বাদে



বাকি এলাকার মানুষের চলাচলের একমাত্র অবলম্বন রিকশা, ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক। স্বল্প দূরত্বে স্কুল-কলেজে যাওয়া, বয়স্ক ও রোগী বহণ, বাজার সওদার জন্য এটা সহজ মাধ্যম। ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও পরিবেশ বান্ধব এবং চালকের প্যাডেল চালনার কষ্ট লাঘব হওয়ায় এই পরিবহনের চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। প্রযুক্তি ও বাস্তবাতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পরিবেশ রক্ষায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে হলে ইলেক্ট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের বিকল্প নেই। ঢাকা মহানগরে যানজটের প্রধান কারণ প্রাইভেট গাড়ি যারা রাস্তার ৭৬ ভাগ দখল করে রাখে; অথচ মাত্র ৬ ভাগ যাত্রী বহন করে। একইভাবে সড়কে দুর্ঘটনায় ব্যাটারি চালিত যানবাহনের দায় ৫ ভাগ থাকলেও ব্যাটারি রিকশা

ও ইজিবাইককে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। তাই বলে কি মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধের প্রস্তাব আসবে?

নেতৃত্ব বলেন, ঢাকা মহানগরে বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক চলাচল করে। এই পরিবহন বন্ধ করলে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ এক ধাক্কায় বেকার হয়ে পড়বে। লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বর্গতি বাজারে চালক ও তাদের উপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। তাহাড়া এখানে কাজ হারিয়ে যে বিশ্বাল বেকার তৈরি হবে তার দায় কি সরকার বহন করতে পারবে?

ইতিপূর্বে মহাসড়ক ছাড়া সর্বত্র চলাচলে মহামান সুপ্রিম কোর্টের দুটি আদেশ ও আদোলনের মুখে গত সরকারের মন্ত্রী পরিষদের

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা মহানগরের প্রধান সড়ক ও দেশের ২২ মহাসড়ক ছাড়া সর্বত্র চলাচলের ঘোষণা প্রদান করে। সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকায় হাইকোর্টের এই রায় কার্যকর কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য আইন বিশেষজ্ঞসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে এই রায়ের বিরুদ্ধে পুনরায় আইন লড়াই করার ও নীতিমালা চূড়ান্ত করার আদোলনের ঘোষণা করেন সংগ্রাম পরিষদ নেতৃত্বে।

নেতৃত্বে বলেন, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় রিকশা চালক ও গ্যারেজে হামলা, মামলা ও নির্যাতন বন্ধ করার এবং হামলা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বান জানান। একইসাথে গ্রেঞ্জারকৃত রিকশা শ্রমিকদের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে নেতৃত্বে ১৫ লাখ চালকের জীবন-জীবিকা ও তাদের উপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার আহ্বান জানান। একইসাথে মহানগরের প্রধান সড়কে ব্যাটারি রিকশা চলাচল না করার ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া ও রাস্তায় চলার নিয়ম, ট্রাফিক আইন নিয়ে প্রশংসনের ব্যবস্থা জরুরিভাবে করা দরকার বলে মনে করেন সংগ্রাম পরিষদ নেতৃত্বে।

নেতৃত্বে নীতিমালা চূড়ান্ত করে ও আধুনিকায়ন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স ও রঞ্জ প্রারম্ভ প্রদান, প্রতিটি সড়কে মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশাসহ স্বল্পগতির ও লোকল যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস রোড নির্মাণ করে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনারও জোর আহ্বান জানান।

বিক্ষেপ মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড হয়ে সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

‘প্রেক্ষিত : জুলাই অভ্যুত্থান-বৈষম্যহীন সমাজ কোন পথে?’ শীর্ষক আলোচনাসভা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকীতে ‘প্রেক্ষিত : জুলাই অভ্যুত্থান-বৈষম্যহীন সমাজ কোন পথে?’ শিরোনামে ১৪ নভেম্বর '২৪ ঢাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় কনফারেন্স রুমে সেমিনারের আয়োজন করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ো এর সভাপতিত্বে সেমিনারে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হাফন রঞ্জী, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড রাজেকুজ্জামান রতন ও ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ। সেমিনার পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মেদিন থেকে গড়ে উঠেছে সেদিন থেকেই মানুষের বৈষম্য শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে অনেকগুলো আদোলন হয়েছে, হয়েছে শাসকের পরিবর্তন কিন্তু মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। '২৪ গণ অভ্যুত্থানে জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি ও নগণ্য। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক মহাজাগরণ বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করল। মানুষ চেয়েছিল একটা বৈষম্যহুক্ত সমাজ। আদো সে পথে হাঁটছে কি বাংলাদেশ?

স্বেরাচারী শাসক উৎখাত হয়েছে কিন্তু ব্যবস্থা রয়ে গেছে, তার বদল হয়নি। স্বেরাচারী ভাষারও পরিবর্তন ঘটেনি। দখলের স্থলে পাল্টা দখল এসেছে। স্বেরাচারী শাসনের এর একটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক



নামিতে হবে? শিক্ষা কেন কেনাবেচার পণ্য হবে। নাগরিকরা কেন অধিকার ভোগ করতে পারবে না।

পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রের সংক্ষেরের কথা জেরোশোরে উঠেছে। কারণ এই ব্যবস্থা বহল থাকলে সকল প্রকার বৈষম্য থাকবে। এর জন্য অনেকগুলো কমিশনও হয়েছে। এই সরকারের কাজ হবে সংক্ষেরের ভিত্তি তৈরি করা। মানুষের মধ্যে অধিকারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেওয়া, আর সংক্ষেরের কাজটা সম্পন্ন করতে হবে নির্বাচিত সরকারকে। মানুষ আশা করে সংক্ষেরের মাধ্যমে বর্তমান ব্যবস্থার উন্নত হবে। বৈষম্য দূর করতে হলে একটা বিপ্লব লাগবে, একটা নতুন ব্যবস্থার প্রত্ন করতে হবে।

৭ নভেম্বর '২৪ মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। যে বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার জনগণ সত্যিকার অর্থেই গেরেছিল এক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। যা সারা দুনিয়ার চেতে আজও এক বিস্ময়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মডেল হতে পারে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখনো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইটা থাকবে, লড়বে আজকের যুবসমাজ। এই স্পন্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অভ্যুত্থানের চেতনা বিপ্লবের পথ দেখাবে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই ব্যতীত মানুষের মুক্তি সঙ্গে না, সে লড়াইয়ে শামিল হওয়ার জন্য তরুণ ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানান আলোচকবৃন্দ।

মন্ত্রী-সচিব, পরামর্শক, উপদেষ্টাসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দুর্নীতি ও লুণ্ঠনে জড়িতদের বিচার দাবি

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

ভারতের আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে

‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত : বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয়’ শিরোনামে এক গোলটেবিল ২৬ অক্টোবর ‘২৪ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট’ হলে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ঢাকা নগরের উদ্যোগে নগর সমষ্টিক জুলফিকার আলীর সভাপতিতে ও যুগ্ম সমষ্টিক খান আসাদুজ্জামান মাসুমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ, অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিস চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদ সুলতানা।

নেতৃত্ব বলেন, যে কোনো দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বিষয় সে দেশের জ্বালানি সক্ষমতা এবং নিরাপত্তা কর্তব্য আছে। কৃষি-শিল্প, সেবা খাতের এমন কোন বিষয় নেই যা জ্বালানির উপর নির্ভরশীল নয়। জ্বালানি



সক্ষমতা অর্জন এবং জ্বালানি নির্ভরতা বর্জনের প্রশ্নটি একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। ফলে প্রতিটি দেশের নিজস্ব জ্বালানি নীতি ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থাকতে হয়। বাংলাদেশের মতো দেশ যার তীব্র বেকারত আর সস্তা শ্রমশক্তি নিয়ে আমদানি, উৎপাদন ও রপ্তানি করে বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হয় তার জন্য সঠিক জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন না আমদানি, জীবাশ্ব জ্বালানি না নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এসব নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে তেমনি কী হতে পারে দেশের জন্য সঠিক নীতি তা

নিয়েও বিতর্ক হওয়া দরকার। আওয়ামী লীগ সরকার লুণ্ঠন সহায়ক জ্বালানি নীতি, দায়মুক্তি দিয়ে উৎপাদন পরিকল্পনা, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি, সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগরসহ দেশের পরিবেশ ধ্বংসী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, কুইক রেন্টালের নামে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের কুইক প্রফিটের ব্যবস্থা করা, ক্যাপাসিটি চার্জের নামে রাষ্ট্রের টাকা পছন্দের ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে জ্বালানি খাতকে একটি লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। লুটপাটের পরিণতিতে শুধু গৃহস্থালি খাতে, উৎপাদন খাতে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তাই নয় জনগণের কষ্টজর্জিত

বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়েছে। যার দুর্সহ ভার বহন করতে হবে অনেকদিন। এর বিকল্প কী ছিল না? জনগণের স্বার্থের দিক বিবেচনা করে জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনা কী হতে পারে সেই প্রস্তাবনা তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছে।

ছাত্র-শ্রমিক জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা পরিত্যাগের পর বর্তমান পরিস্থিতিতে আবার আমরা জ্বালানি বিষয়টিকে আলোচনার বিষয় হিসেবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে চাই। এক্ষেত্রে কয়লা-তেল, গ্যাস জীবাশ্ব জ্বালানি আর বায়ু, পানি, সৌর শক্তি নবায়ন যোগ্য জ্বালানি, পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে কী হতে পারে আগামী দিনের করণীয় সে বিষয়গুলো নানা দিক থেকে আলোচনা হওয়ার দরকার।

বৈঠকে নেতৃত্ব বলেন, দায়মুক্তি আইন তৈরির সময়ই বোাগেছে, ভয়ংকর কিছু ঘটবে। ২০১৫ সালে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকেও দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। একই কোম্পানি ভারতে ৫০০ কোটি ডলার ও বাংলাদেশে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার খরচ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করছে। এখানে অনেক গোপন খরচ আছে। গত সরকারের সময় তরলীকৃত গ্যাস এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

চট্টগ্রামে আদালত চতুরে আইনজীবি হত্যার বিচারের দাবি



সারাদেশে সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, আইনশুল্ক পরিস্থিতির উন্নয়ন, শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং চট্টগ্রামে আদালত চতুরে আইনজীবি হত্যার বিচারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এর উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয়

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ : ছাত্র সমাজ কী পাবে কাঞ্জিত শিক্ষা ?

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

অর্জিত হয় সাময়িক বিজয়। তা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণির নানা আক্রমণ বহাল থাকে; বিপরীতে চলমান থাকে ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-জনতার ঐক্যবদ্ধ লড়াই। ছাত্র সমাজের আকাঙ্ক্ষা ছিল—একটি সর্বজনীন-বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। শ্রমিক-কৃষকদের আকাঙ্ক্ষা ছিল শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি। মানুষের স্বপ্ন ছিল ভাত-ভোট, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার। এই সমস্ত লড়াইয়ের ঐক্যতান সংঘটিত করে গণ অভ্যুত্থান ও তার ধারাবাহিকতায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

সাধীন দেশে গত ৫৩ বছরে শাসকশ্রেণি গণ-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশকে পরিচালনা করেছে। লোক দেখানো গণতন্ত্রের আড়ালে সামরিক-বেসামরিক বৈরুত্তস্ত, নৃনাত্মক গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত ভূলুষ্টিত করা, মানুষকে মৌলিক-মানবিক অধিকার থেকে বাধিত করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ পরিষেবা খাতগুলির বেসরকারিকরণ করে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি পুঁজির হাতে ছেড়ে দেয়া, শোষণ-লুণ্ঠন ও দখলের মধ্য দিয়ে মুষ্টিয়ে কিছু মানুষের সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার প্রক্রিয়া করাধীনে জর্জিরিত জনজীবন। সর্বশেষ সৈরাচারী হাসিনাৰ শাসন এসবের সাক্ষ্য বহন করে। এই দীর্ঘ সময়ে শাসকশ্রেণির অন্যান্য রাজনীতির পক্ষে

অবস্থান নিয়ে দমন-পীড়নে যুক্ত হওয়া ছাত্রদের যেমন একটা অংশ রয়েছে তেমনি তার বিপরীতে এই অন্যান্য রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচার থেকে অব্যাহত লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করেছে ছাত্রদের আরেকটি অংশ। সম্প্রতি এক রক্ষণ্যী গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সৈরাচারী হাসিনা সরকার বিদ্যমান হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কতটা উন্নতি হবে তা নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনার গতিমুখের উপর।

রফিউর রাবী বলেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বদলে এগুলোকে বাজারি পণ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কর্মেছে। শিক্ষা লাগামহীনভাবে হয়ে পড়েছে ব্যবহৃত। ক্রমাগত বাড়ছে বেতন-ফি, নামে বেনামে নামান থাকে আদায় করা হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ। বর্তমান সময়ে কাগজসহ শিক্ষা উপকরণের দাম আকাশুমি। বই-খাতা, কলমসহ শিক্ষা উপকরণের অসহায়ী মূল্যবৃদ্ধিতে হিমশির্ম খাচ্ছে ছাত্রসমাজ তথা দেশের মানুষ। দেশে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তুতে অস্তর্ভুক্ত হয়েছে কৃপমঙ্গল, অবৈজ্ঞানিক, সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তু।

নেতৃত্ব বলেন, অতীতেও অনেক গণ-আন্দোলন অভ্যুত্থান হয়েছে কিছু ব্যবস্থা বহাল থাকলে এর সুফল মানুষ পায় না। তাই ব্যবস্থা পরিবর্তন জরুরি।

‘দ্রোহে-প্রতিরোধে লালন’ শীর্ষক আলোচনা ও লালনের গান



চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিরপুর থানা শাখার উদ্যোগে ২২ নভেম্বর লালন ফকিরের ১৩৫তম প্রায়াণ দিবস স্মরণে খন্দি গ্যালারিতে ‘দ্রোহে-প্রতিরোধে লালন’ শীর্ষক আলোচনাসভা ও লালনের গান পরিবেশন করা হয়। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংগঠক ইলিয়াস হাসান ইলুর সভাপতিতে আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, চারণের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শাহজাহান কবীর, আশুল্লাহ আল মামুন তাজু, সভা পরিচালনা করেন নাসির উদ্দীন প্রিস।

সভায় নেতৃত্ব বলেন, আমাদের দেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে এখন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বৈষম্যবিবোধী লড়াই জোরদার করতে হবে, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ-ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

ছিল তিনি সংগীতের মাধ্যমে তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রশ্ন তুলেছে, একই সাথে সেগুলোর বিরুদ্ধে সোচার হয়েছেন মানবতার ধর্মকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। অন্যান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, বিদ্রোহ করেছেন। মানবতার জয়গাম গেয়েছেন। তার মৃত্যুর ১৩৫ বছর পর আজও সে বিষয়গুলো সমান মাত্রায় সমাজে বিদ্যমান আছে। তাই সমাজ থেকে এই ব্যাধি নির্মলে লালন এখনও প্রাসঙ্গিক।

আজকে সমাজে যত বেশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিরাজ করবে সাম্প্রদায়িকতা, উই মৌলবাদী শক্তি তত পিছু হটবে। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বৈষম্যবিবোধী লড়াই জোরদার করতে হবে, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ-ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

সংক্ষার প্রস্তাব : সংবিধান

সংবিধান সংক্ষার কমিশনে বাসদের প্রস্তাব

জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভূতখানে দেড় সহস্রাধিক শহিদের জীবন বলিদানের মাধ্যমে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর অস্তর্ভুত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার প্রাপ্ত করেছেন। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভূতখানের দাবি অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষারের জন্য প্রথমে ৬টি, পরে আরও ৫টি মোট ১১টি কমিশন গঠন করেছেন। তারমধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন সংবিধান সংক্ষারের জন্য গঠিত কমিশন। এই বিষয়ে অর্থাৎ সংবিধান সংক্ষারের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কাছ থেকে সংক্ষার প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত/ সুপারিশ লিখিতভাবে গ্রহণের জন্য আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের দলের কাছেও প্রস্তাব চেয়ে প্রত্যেক দিয়েছেন। যদিও লিখিত প্রস্তাবের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে শশ্রীরে উপস্থিতিতে কমিশনের সাথে আলোচনা করতে পারলে প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরা যেত। তারপরেও জনপ্রকৃতপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলের প্রস্তাব চাওয়ার জন্য আপনিসহ কমিশনের সকল সদস্য এবং কমিশনের কাজে সহায়তাকারী সকল স্টাফদেরকে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, সংবিধানের মতো দেশ ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন, পরিমার্জন-পরিবর্বন এক কথায় সংশোধন করার এখতিয়ার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ জাতীয় সংসদের। অস্তর্ভুত সরকারের পক্ষে একাজ করা সম্ভব না এবং এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না বলে আমরা মনে করি। তবে জনমত সৃষ্টি করে নির্বাচিত সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে সুপারিশ আকারে প্রস্তাবনা আসতে পারে। তবে তা জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, নির্বাচিত সরকার কার্যকর না করলে জনগণের কিছু করার থাকে না। অতীতে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা সঙ্গেও অনেক ভালো কথা লিপিবদ্ধ ছিল, '৯০-এর গণ অভূতখানের পরে ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্থ-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২২৫ জন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ২৯টি টাক্ষকোর্স এর মাধ্যমে সংক্ষারের বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল, ২০০৭ সালের এক এগারো সরকার আমলেও সংক্ষারের বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। তার কোনটাই বাস্তবায়ন হয় নাই।

আপনারা জানেন বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানটি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে তৎকালীন গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর পাশ হয়েছিল এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তা কার্যকর হয়েছে।

৭২ এর সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সন্তুষ্যবাদের কর্মলুক স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোন আইন প্রয়োগ করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আপেক্ষিক অর্থে একটি বুর্জোয়া সংবিধান হিসেবে এর একটা গণতান্ত্রিক চারিত্ব ছিল। যদিও ৫০ এর অধিক বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম শরিয়া আইন এবং হিন্দু আইনের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নায়ী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং অর্থ-বন্ধন, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক

অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং মৌলিক অধিকার ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। এটা '৭২ এর সংবিধানের অসম্পূর্ণতা বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া '৭২ থেকে '২৪ পর্যন্ত সংবিধানকে ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং সকল রাজনৈতিক দলের একমত্যের ভিত্তিতে করা একাদশ সংশোধনী ছাড়া সকল সংশোধনীই অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী শাসন বলবৎ রাখার জন্য দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই থেকে দ্বিতীয় সংশোধনী কার্যকর হয়। এ দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের জায়গায় সংস্দেহ ও সাংসদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়নমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রয়োগের বাস্তবায়নের রাস্তা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সংশোধনী ফলেই বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, জননিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যান্ট ও সাইবার সিকিউরিটি এ্যান্ট এর মতো নির্বর্তনমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রয়োগ করতে পেরেছে শাসক গোষ্ঠী। দ্বিতীয় সংশোধনীর ফলে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রেস্তার ও আটক সম্পর্কিত রাক্ষাকাবচ নাকচ হয়ে গেল। জরুরি আইন জারির বিধানও যুক্ত করা হয়েছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহু দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় বাকশাল ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেছিল।

পথর সংশোধনীর মাধ্যমে বহু দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় বাকশাল ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেছিল।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহু দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় বাকশাল ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেছিল।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদের সামরিক শাসনকে জায়েজ এবং অস্ত্র সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানের চারিত্ব পুরো খোল-নলচে পরিবর্তন করে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে।

ষাষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদের সামরিক শাসনকে জায়েজ এবং অস্ত্র সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানের চারিত্ব পুরো খোল-নলচে পরিবর্তন করে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে।

আর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যেমন পুনরজীবিত করেছে একই সাথে সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও বহাল রেখে এক জগাখুড়ির সংবিধান তৈরি করেছে।

আমরা বহুবার বলেছি সংবিধান কোন ধর্মগ্রহণ নয়, যে এখানে বিসমিল্লাহ বা রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ধর্মের উল্লেখ সংবিধানে থাকতে হবে। কারণ মুসলিমদের কোরআন শরিফের পর সব থেকে প্রধান হাদিস বুখারি শরিফ, সেই মূল হাদিসের শুরু বিসমিল্লাহ দিয়ে হুরু করেননি, মদিনা সনদের শুরুতে বিসমিল্লাহ নাই-তাহলে আমাদের সংবিধানে কেন এগুলো লাগবে। এসব করা হয়েছিল প্রধানত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম সম্পদায়ের মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে।

এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অপরাপর ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে বাস্তবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে

পরিগত করা হয়। যেমনি করে শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্তির রাজনৈতিক চালু করা হয়।

১. আমরা মনে করি, উল্লিখিত অসম্পূর্ণতাগুলো দূর করে এবং ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮মসহ সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী, ধারাসমূহকে বাতিল করে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চারিত্ব ফিরিয়ে আনা দরকার। এছাড়াও গণতন্ত্রের মূলকথা হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, (Separation of power) অর্থাৎ আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাচী বিভাগের প্রথকীকরণ এবং সমষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করা যাতে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন না থাএ, Balance of power থাকে। সংবিধানে এমন চেক এন্ড ব্যালেন্সের বিধান সন্নিবেশিত হওয়া দরকার।

২. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদেরও সংশোধন দরকার, কারণ এতে সাংসদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের মতে ৩টি বিষয় অর্থাৎ (১) আলোচনা-মতামতের পর বাজেট (অর্থবিল) পাশ করার সময় (২) জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যথা বিহৃতশক্তির আক্রমণ তথা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (৩) সরকারের প্রতি অনানুভূত ভোকে সময় দলীয় হইপ যাতে ক্ষমতার কার্যকর হয়েছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

৩. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিধান যুক্ত করা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি কেউই দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এমন বিধান যুক্ত করা।

৪. দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা। এমপি, মন্ত্রীদের যোগ্যতার মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট করা। যেমন: চারিত্বিক ও নেতৃত্বিক স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপূরণীয়া, যারা সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা পোষণ করেন, খণ্ঠেলাপি, অর্থ পাচারকারী, কৌজদারী মামলায় দণ্ডপাণ্ড হলে এবং সাজা ভোকের পর ৫ বছর পূর্ণ না হলে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বাপন্তি প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীদের অবসর প্রাপ্তির ৩ বছর পূর্ণ না হলে দলের সদস্য হওয়ার ২ বছর পূর্ণ না হলে ও দুর্বীলিবাজ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা।

৫. নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি

সংক্ষার প্রস্তাব : সংবিধান

সংবিধান সংক্ষার কমিশনে বাসদের প্রস্তাব

১৮ পৃষ্ঠার পর

অনেকেই বর্তমান সংবিধানকে মুজিববাদী সংবিধান বলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছেন, সংবিধান পুনর্লিখনের এবং সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লিখার কথা যারা বলছেন আমরা তাদের সাথে একমত নই, কারণ বর্তমান সংবিধান মুজিববাদী সংবিধান নয়, মুজিববাদ বলে কেোন কিছুর অন্তিমই বাংলাদেশে কথনো ছিল না বা বর্তমানেও নাই। এছাড়া অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দিতে চান, নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভাস্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। এটা বন্ধ করা দরকার। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ এটাকে দলীয়করণ করেছিল এবং আওয়ামী লীগসহ গত ৫৩ বছরে সকল সরকারই মুক্তিযুদ্ধের

চেতনার বিপরীতে সংবিধান লংঘন করে দেশ পরিচালনা করেছে। আওয়ামী লীগই সবচেয়ে বেশি সংবিধান লংঘন করেছে এবং অন্যদেরকেও সংবিধান লংঘনের পথ করে দিয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা এবং '৭৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঞ্চ্ছা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা ও রক্ষা করতে হবে।

১৭ বার কাটার্ছড়ার পরেও যে গণতান্ত্রিক নীতির কথাগুলো সংবিধানে এখনও লিপিবদ্ধ আছে তার বাস্তবায়ন নাই। সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুন সংবিধান যতো ভালো ভালো কথাগুলো দিয়ে লেখা হোক না কেন, যদি জনগণকে শিক্ষিত করা ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ সম্পন্ন করা না যায়,

গণতান্ত্রিক আইন-প্রথা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নায় যায়, তাহলে যত ভালো কথা লিখলেও তা যে কার্যকর হবে না এটা বলাই বাহ্য। তারপরেও আমরা মনে করি সংবিধানের যে কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের এবং '৭২ এর সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি তথা সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি অঙ্গুঘৃ রেখে '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসংস্কার মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। অন্ন-বন্ধন, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিসহ বর্তমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে তুলে ধরতে পারে। যা পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে।

ভাগের আইনি সুরক্ষা অর্থাৎ নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র কর্তৃক খর্ব বা হরণ করা হলে আইন বলে আন্দোলন কর্তৃক বলবৎ করা যাবে এ ধরনের বিধান করতে হবে।

দেশের সকল সম্পদের উপর দেশের জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করার নীতিমালা প্রতিপাদন করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আগেও বলেছি সংবিধান সংশোধন বা পরিমার্জন করার কাজটি রাজনৈতিক ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলোচনা করে বোঝাপড়া তৈরি ও একমত্য প্রতিষ্ঠা করেই সবার সম্মতিতে সংবিধান সংশোধনের একটি রূপরেখা বা প্রস্তাবনা সংক্ষার কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরতে পারে। যা পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে।

শিল্পকলায় নাটক বন্ধের নিন্দা

মুক্তভাবে সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি

গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক এক্য

গুটিকয়েক মানুষের বিক্ষেপের মুখে শিল্পকলা একাডেমিতে নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক এক্য। ৫ নভেম্বর এক মৌখিক বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক এক্যের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর নেতৃবন্দ বলেন, এ ঘটনার মাধ্যমে দেশে সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করা হলো।

বিবৃতিতে নেতৃবন্দ বলেন, ২ নভেম্বর দেশ নাটকের-নিয়ন্ত্রণ নাটকের প্রদর্শনী চলার সময় শিল্পকলা একাডেমির গোটের বাইরে বিক্ষেপাত্তি শুরু করেন একদল মানুষ। নাটকের দলটির একজন সদস্যের বিবৃতে অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন তারা। এক পর্যায়ে তেতুরে চুক্তে চাইলে নিরাপত্তা বিবেচনায় নাটকের শো বন্ধের নির্দেশ দেন শিল্পকলার মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ। গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক এক্য মনে করে, এভাবে কোন নাটকের শো বন্ধ করে দেওয়া প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে কোনভাবেই সহায় নয়। এর মধ্যদিয়ে কর্তৃপক্ষ একটা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেছে যা মোটেও সমীচীন নয়। কেউ দেখী হলে বা অন্যায় করলে তাকে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনাটাই যুক্তিযুক্ত কাজ। অতীতের

ফ্যাসিবাদী শক্তি যেমন গায়ের জোর দেখিয়ে আসের রাজত্ব করেছে, ভয়ের পরিবেশ স্থিতি করেছে এরা সে প্রারজিত শক্তিরই ভিন্ন রূপ। এর জন্য হাজারো মানুষ জীবন দেয়নি, রক্ত দেয়নি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানে বৈরোচারী সরকারের পতনের পর একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করছে মানুষ। যারা আন্দোলনে হতাহত হয়েছেন, তাদেরও অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাক্সাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা। কিন্তু ছাত্র-শ্রমিক-জনতার রক্তে অর্জিত বিজয়ের পর থেকেই কোন কোন গোষ্ঠী অনৈতিক সুবিধা নেয়ায় আপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রগতিবিরোধী, মানুষের মুক্তি চায় না। মানুষকে বিভাস্ত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায় তারা। নাটকের শো বন্ধের মতো কাজ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অস্তরায় বলে মনে করেন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক এক্যের নেতৃবন্দ।

দেশে অবিলম্বে সংস্কৃতি চর্চার অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানান গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক এক্যের নেতৃবন্দ। একইসাথে যারা মানুষের মুক্তিতে বিশ্বাসী তাদেরকে ঘরে বসে না থেকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বানও জানান তারা। মানুষের মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়।

কার্তিক চন্দ্র সরকার এর মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বাসদ গাইবান্ধা জেলা কমিটির সদস্য এবং

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে মুক্তির ও কৃষক ক্রষ্ট সদর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কর্মরেড কার্তিক চন্দ্র সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কর্মরেড ফিরোজ বলেন, কার্তিক চন্দ্র শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামী দল বাসদের পতাকাতলে শ্রমজীবীদের ঐক্যবন্দ করা ও সংগ্রাম করার জন্য পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দলের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন।

তার মৃত্যুতে দেশ একজন মেহনতি মানুষের বন্ধুকে এবং বাসদ একজন সংগঠককে হারালো। কর্মরেড ফিরোজ তাঁর স্বপ্ন—শোগ-বৈষম্যমুক্ত সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, কার্তিক চন্দ্র দীর্ঘ দিন বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগে ১০ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

খারাপ জিনিসকে গালি দিলেই ভালো জিনিস হাজির হয় না। ভালোর জন্য ভালো কিছু নির্মাণের দৃষ্টান্ত হাজির করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের এক্যবন্দ হয়ে দাঁড়াতে হবে। বামপন্থীরা এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে কি না সেটাই বড় কথা। বামপন্থীরাই এবং বামপন্থাই একমাত্র ভবিষ্যৎ। এটা আমরা পারবো কি না সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যা চলছে তার তো কোন ভবিষ্যৎ নাই। দেখলাম ৫৩ বছর। দেখার পরে কি বলতে পারে দেশের দক্ষিণপাহাড়ের উপর নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ হবে? হবে না। আমরা পারবো কি না সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু আমরা মনে করি সবাই মিলে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই পারবো। অতীত থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের ভুলভাস্তুলি অকপটে স্বীকার করে আসেন আমরা একযোগে কাজ করি। একদল হতে হবে তার



৯ ডিসেম্বর '২৪ বেগম রোকেয়ার ১৪৪তম জন্ম ও ৯২তম মৃত্যুবর্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম রোকেয়ার ভাস্কর্যে পুস্তক অর্পণ করে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

শেখ সাদী ভুঁইয়ার মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্মরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম খুলনা জেলা শাখার

অন্যতম সংগঠক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারকলা বিভাগের ভাস্কর্য ডিসিপ্লিনের শিক্ষক, '৯০-এর বৈরোচার বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক নেতা, লেখক-গবেষক-শিল্পী শেখ সাদী ভুঁ

বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে সমাজ প্রগতির পথে উৎসর্গীকৃত একটি জীবনবোধ

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিব উল্যা চৌধুরী স্মারকগণ্ঠের মোড়ক উন্মোচন

বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবক অ্যাডভোকেট হাবিব উল্যা চৌধুরী স্মরণে রচিত ‘মৃত্যুজ্যোতি হাবিব উল্যা চৌধুরী স্মারকগণ্ঠের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান’ ৯ নভেম্বর ’২৪ কবি নজরুল ইনসিটিউট কুমিল্লা কেন্দ্র মিলনায়তনে বিনয় সাহিত্য সংসদের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মো. নিজামুল করিম, মুখ্য আলোচক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মরেড খালেকুজ্জামান। তিনি গ্রন্থের মোড়কও উন্মোচন করেন।

বিনয় সাহিত্য সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ও নবাব ফয়জুজ্বেহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরঞ্জাহার জেসমিন সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা মামুন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী বদরুল হৃদাঁ জেনু, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক মোতাহার হোসেন মাহবুব, হাবিব উল্যা চৌধুরীর কন্যা শ্রাবণী চৌধুরী।

কর্মরেড খালেকুজ্জামান সভার সভাপতি, অতিথি এবং উপস্থিতি সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন এবং আত্মরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, কর্মরেড হাবিব উল্যা চৌধুরীর সাথে আমার প্রায় ৫৫ বছরের পরিচয়। এ দীর্ঘ সময়ের সমন্বয়তো দূরে থাকুক একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও বেলা বয়ে যাবে। যে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন হলো তাতে আমার লেখা খুবই সংক্ষিপ্ত বলে একজন মন্তব্য করেছেন। আসলে স্মারকগণ্ঠে অনেকের লেখা যাবে তা বিবেচনায় ছিল। তার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলি এতেটাই খোলামেলা ছিল যেখান থেকে অজানা বের করা কঠিন। হাবিব উল্যা চৌধুরীকে কেন আমরা স্মরণ করবো? কী প্রয়োজন? এ প্রয়োজনটা এ সময়ে অনেক গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এখন ব্যতিক্রম বাদে রাজনীতিবিদ শুল্কে মানুষের চোখের সামনে যে ছবিটা ভেসে উঠে, এটা লজ্জার, বিবেকের উপর পাতার এবং আমাদের জাতির ইতিহাসের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যয়। আজকে যখন দেখা যায় মন্ত্রী-এমপিরা পালিয়ে যাচ্ছে, কঠিত জনপ্রতিনিধি প্রায় ৬৬ হাজারের মতো এদের নিচ থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত বেশির ভাগই পলাতক। তাদের সম্পর্কে জনগণের যে ধারণা হচ্ছে যে, এরা লুঁষ্টনকারী এবং গবণবোধী গণ অভ্যুত্থানে উচ্ছেদ হওয়া সরকারের সহযোগী। সেই সময়ে হাবিব উল্যা চৌধুরীর মতো মানুষদের স্মরণ করা খুব বেশি দরকার। কারণ হাবিব উল্যা চৌধুরী এ কাটাগরির মধ্যে পড়েন না। রাজনীতি হচ্ছে সমাজ সচেতনতা। রাজনীতি করার মানে হচ্ছে সমাজের জন্য, প্রগতির পথে মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করা একটি জীবনবোধ। একটি ভাস্তির কথা একটু বলি, অনেকেই বলে যে, আমি রাজনীতি করি না, ভুল কিংবা বিরক্তি বশত হয়ে আছি বলে; রাজনীতি করেন না বা বুঝেন না, অর্থাৎ নিজেকে সমাজ সচেতনার বাইরে নিয়ে যান। আসলে তারা বলতে চান তারা কেন রাজনৈতিক দল বা কেন সংগঠন করেন না। এই একাকার করার কাজটা অনেক শিক্ষিত মানুষও করেন। আপনি নিজে যখন বলেন, আমি রাজনীতি করি না, তার মানে আপনি নিজেকে



একজন অসচেতন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সেটা কোন গৌরবের-সম্মানের বিষয় না। এখনে হাবিব উল্যা চৌধুরীর কথা বলা হচ্ছে, উনি বিশেষ করে যখন সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে শাটের দশকে যে নিউক্লিয়াসের জন্য হয়েছিল তিনি সেই নিউক্লিয়াসের একজন সদস্য ছিলেন। এবং যখন ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের মতো একটা বুর্জোয়া দল, সেই দলের ছাত্র সংগঠনে প্রস্তাব আসলো স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের। এটা সাধারণ শ্রেণিগত অবস্থানের বাইরের একটা ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ছাত্রলীগ নেতা স্বপন চৌধুরী যিনি ৭১ সাল শিহিদ হয়েছেন, তাকে দিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, এবং এই প্রস্তাবের পেছনে যারা মূল শক্তি ছিলেন, আ. স. ম. আব্দুর রবসহ সংখ্যাগুরুর সাথে হাবিব উল্যা চৌধুরী অন্যতম উৎসাহী ছিলেন। পরে যে ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আ. স. ম. আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কল্পিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। সেই পতাকার নকশা তৈরি করার পেছনে এই কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাস এর ভূমিকা ছিল। আপনারা শুনেছেন যে, শিবনারায়ণকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে হাবিব উল্যা চৌধুরীর ভূমিকা ছিল। তখন কিন্তু পাকিস্তান আছে এবং স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। তাহলে যদি সেই স্বাধীনতা না আসতো, তাহলে কী হতো? রাষ্ট্র দ্রোহিতায় এদের ফাঁসি হতো। এবং তার পরে ৩ তারিখে পল্টনে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। সে ইশতেহারে বলা হচ্ছে, আমরা একটা স্বাধীন দেশ দেশ চাই, স্বাধীনতা চাই, যে স্বাধীন দেশ হবে শ্রমিক রাজ, কৃষক রাজ। তাহলে সেই সময়ে এই যে ঘটনাবলি আর অঙ্গীকারনামা, এগুলো বাদ দিয়ে, এখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত কথাবার্তা হচ্ছে তাতে অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, শুধুমাত্র নয় মাসের ইতিহাস নয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কমপক্ষে আড়াই শ বছরের সংগ্রামের ধারাবাহিকতার। তার পূর্ণ পাঠোদ্ধার আজও হয়ে উঠেন। আগের ইতিহাসগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো না। আফগান-মোগল, ব্রিটিশ দখল ও শাসনের অভিঘাতে সম্প্রদায় থেকে জাতি গঠন প্রক্রিয়া, তার পরিপূরক সমাজ মনস্তত্ত্ব গঠন, বিভিন্ন সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ে যে বিরোধ-এক্রম, একের মধ্যে দিয়ে একটা জাতি গঠনের প্রক্রিয়া, এর বহু বিশয় তার সাথে যুক্ত। সেই অধ্যায় বাদ দিলেও আড়াই শ বছরে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস। এখনে একটা পরিবার বা কেন একটা গোষ্ঠীর বয়ানে তা সীমিত করা যায় না। ফলে আজ মনে রাখবেন যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জন্যুদ্ধ। এই কথাটা আজকে অনেক জানা মানুষ, অনেক শিক্ষাবিদরাও আলোচনা করেন না। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ মার্চ পর্যন্ত নেতৃত্বের শীর্ষে আওয়ামী লীগের যুদ্ধ বানিয়ে দিচ্ছেন, এটা তো ভুল ইতিহাস। যে জন্যুদ্ধ সেটাকে আজকে যখন আওয়ামী লীগের যুদ্ধ বানিয়ে দিচ্ছেন, এটা তো ভুল ইতিহাস।

বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, মুক্তির জন্যুদ্ধও ছিল আওয়ামী লীগের যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র ও ১৯৭২ সালের সংবিধান ছিল আওয়ামী লীগের সংবিধান ইত্যাদি। এগুলো ভুল কথা। এই যুদ্ধকে কেন বলছি জন্যুদ্ধ? কারণ খেয়াল করবেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন এই যুদ্ধ শুরু হয়, প্রথমে ইপিআর, পুলিশ এবং আর্মি যারা বাংলালি অস্ত্র ধরেছিল, কিন্তু ১০ এপ্রিলের মধ্যে সবাই তারতে চলে যান। তারা দেশের মাটিতে টিকেন নাই। সেভাবে তাদের প্রস্তুতির নির্দেশনাও ছিল না এবং শেখ মুজিবের রহমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা গ্রেপ্তার বরণ করলে তাকে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার যে সরকার, সে সরকারও ছিল ভারতে। দেশে জনগণের কোন সরকার ছিলো না। দেশে যে সরকার, সেটা হলো পাকিস্তানি উপনিবেশের গণহত্যাকারী সরকার। তাহলে এই সময় মার্চ-এপ্রিল, মে-জুন; যখন এই মুক্তি বাহিনী ট্রেনিং নিয়ে ফিরে, এই ৪/৫ মাস প্রতিরোধ কে করেছিল? কারা করেছিল? সেই সময় নিরস্ত্র জনগণ, জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ করেছিল। তারা লড়াই না করলে যুদ্ধ থেমে যেত। আজকে ৩০ লাখ, ১৫ লাখ এটা নিয়ে বিতর্ক করার দরকার নাই। সরকার ৩ লাখ শহিদের নামও তালিকা করে নাই। প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে জিডি কিংবা মামলা পর্যন্ত করে নাই। যে কারণে যুদ্ধাপরাধী সংগঠন জামায়াতে ইসলাম তাদের এই যুক্তিতে নিরপরাধ দাবি করে এবং তাদের বিচারকে জড়িশিয়াল কিলিং বলে দাবি করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দায়িত্বহীনতার কারণে এদের যুদ্ধাপরাধ নাকচ হয়ে যাবে। এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিল এরা কারা? আজকে যারা হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তাদের পরিবারের কয়টা লোক আছে? অমিসহ এই সময় যারা ভারতের ত্রিপুরার অসমীয়াগর মেলাঘরে এবং নির্ভরপুরে ট্রেনিং নিয়েছে, এদের লিস্ট আমার জানার সুযোগ ছিল; আমি মাত্র ২ জন পেয়েছি উচ্চবিত্ত, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের। আর বাকিরা ছিল শ্রমিক-ক্ষেত্র মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এরাই যুদ্ধ করেছে তাহলে সেই যাদীর কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তার পুরুষ পুরুষ করে নাই। এই কথাটা আর কোন দিন আওয়ামী লীগ দেয় নাই। কারা এটা বক করেছে? পরে বললো যে, নারী কর্মীরা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে গুলি দিয়ে সাহায্য করুক, সাংস্কৃতিক টিমের সঙ্গে থাকুক। এদের ট্রেনিং হয়নি কেন? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও নাই। এবং এর সঙ্গে যে কথাটা আসছে, আমাদের নারীরা শুধু ধর্মীত হয়েছে বিষয়টা তা নয়। দা-কান্তে, কুড়াল নিয়ে, মহিলারা প্রতিরোধ তৈরি করেছিল। এরকম অস্থ্য ঘটনা আছে। তারা প্রতিরোধ করতে গেলে আর কোন নির্বিকার মানুষ নেননি। উনি তো নির্বিকার মানুষ। যে জন্যুদ্ধ সেটাকে আজকে যখন আওয়ামী লীগের যুদ্ধ বানিয়ে দিচ্ছেন, এটা তো ভুল ইতিহাস। যে জন্যুদ্ধ কিন্তু কিন্তু কিছু দিন পর তা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এ প্রশ্নের জবাব কিন? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও নাই। এবং এর সঙ্গে যে কথাটা আসছে, আমাদের নারীরা শুধু ধর্মীত হয়েছে বিষয়টা তা নয়। দা-কান্তে, কুড়াল নিয়ে, মহিলারা প্রতিরোধ তৈরি করেছিল। এরকম অস্থ্য ঘটনা আছে। তারা প্রতিরোধ করতে গেলে আর কোন অঙ্গহানী হই; সেটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অংশ। তাহলে নারীদের উপর হানাদার এর পর পৃষ্ঠা ২১ কল

সংক্ষার প্রস্তাব : দুর্নীতি দমন কমিশন

সংস্কারের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে দেওয়া বাসদের প্রস্তাব

আমরা সবাই জানি, দুর্নীতি অর্থনেতিক-
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একটি জাতিকে
ধ্বংস করে। দুর্নীতির কারণে শুধু অর্থনেতিক
ক্ষতি নয় একটি দেশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে
পড়ে। মানুষের অধিকার ও চরিত্র ধ্বংসের ক্ষেত্রে
দুর্নীতি যেন নীরব ঘাতক। একদল দুর্নীতিবাজের
কারণে দেশের সাধারণ মানুষের অন্তর্বন্ধ, শিক্ষা-
চিকিৎসা, বাসস্থান-কাজের অধিকার শুধু খর্ব হয়
তাই নয়, দেশের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপর
মারাত্মক প্রভাব পড়ে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস
করে আর গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হয়ে পড়ে
দুর্নীতির কারণে।

দুর্নীতি এমন এক ব্যাধি যা শোষণ এবং
বৈষম্যমূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা থেকে উত্তৃত।
এটা ছোঁয়াচে রোগের মতো সংক্রমিত হয়ে রাষ্ট্র ও
সমাজের রঞ্জে রঞ্জে এমন ক্ষত তৈরি করেছে যে,
বাংলাদেশ রাষ্ট্র আজ দুর্নীতিতে আকর্ষণ নিমজ্জিত
হয়ে পড়েছে। একে রোধ করতে না পারলে
সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের জনকল্যাণ
ও উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব
নয়। তাই রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন ও নাগরিকদের
ঐক্যবন্ধনাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে
হবে। এ জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন ও বিচার
ব্যবস্থাকে যেমন ঢেলে সাজাতে হবে তেমনি
প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর
উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব গণ অভ্যর্থনার দেড় হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতার শহিদি মৃত্যুবরণ ও প্রায় ৩০ হাজার মানুষের আহত হওয়ার মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট হাসিলা সরকার পদত্যাগ ও দেশত্যাগে

বাধ্য হয়েছে এবং অন্তর্ভুক্তি সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাষ্ট্র-প্রশাসন ও আইনের বিভিন্ন সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন গঠন করেছেন।

দুর্নীতি রোধ করা রাষ্ট্র-সমাজের জন্য অতীব জরুরি বিষয়। দুর্নীতি রোধে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সংক্ষারের জন্য গঠিত কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজসহ অংশীজনের মতামত/প্রস্তাব আপনারা গ্রহণ করছেন। আমাদের জোট বাম গণতান্ত্রিক জোটের কাছেও প্রস্তাব চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। এজন্য আপনাকেসহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং স্টাফদেরকে আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাম গণতান্ত্রিক জোটের অন্যতম শরীক দল এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দায়িত্বশীল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরছি।

১. সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে লেখা আছে, সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপোর্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। অনুপোর্জিত আয় মানে কালোটাকা অর্থাৎ দুর্নীতির টাকা, ঘুমের টাকা, কালোবাজারি-মজুতদারি ও বাজার সিডিকেটের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত টাকা, চাঁদাবাজি, টেভারবাজির মাধ্যমে অর্জিত টাকা, ব্যাংক খণ্ড আস্তাসাং বা ব্যাংক ডাকাতির টাকা। ফলে সংবিধান মেনে দুর্নীতি বক্ষে আইনের প্রয়োজনীয় সংক্ষার ও তা দলিল বিবেচনা

ব্যতিরেকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে

২. দুর্নীতি রোধে প্রতীত আইন বাস্তবায়নের
জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে
হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক
প্রতিষ্ঠান হিসেবে শীকৃতি প্রদান ও দলিলীয়
রাষ্ট্রীয় এবং সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত নিরপেক্ষ
স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। সাংবিধানিক
কমিশনের মাধ্যমে কমিশনের সদস্যদের
যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ সাপেক্ষে দুর্নীতি দমন
কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ দিতে হবে। উল্লেখ
যে ইতিপূর্বে দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন
প্রধান, কমিশনকে নথদণ্ডহীন বলে উল্লেখ করে
দুর্নীতি দমনে তাদের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ
করেছিলেন। ফলে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে এমন
সুপারিশ করতে হবে যেন ভবিষ্যতে কমিশন নথ
দণ্ডহীন না হয়।

৩. কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড
হতে হবে সততা, নৈতিপরায়ণতা, দক্ষতা ও
যোগ্যতা। খণ্ড খেলাপি এবং অতীতে অর্থনৈতিক
অসততার অভিযোগ থাকলে কেউ এই দায়িত্বপূর্ণ
পদে থাকতে পারবেন না।

৪. সরকার, মন্ত্রী-এমপিসহ রাষ্ট্র-প্রশাসনের
সকল ক্ষেত্রে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নগরিকদের
সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. খেলাপি ঝণ ও ঝণ খেলাপি বাণিজ্যের
কুপ্রথা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে আইনের
কঠোর প্রয়োগ বাস্তবনীয়। খেলাপি ঝণের মালম
বছরের পর বছর বুলিয়ে অনাদয়ী রাখা ও ঝণ
খেলাপিদের প্রশ্নায় দেওয়ার চলতি ব্যবহৃত বক্ষ করে
খেলাপি ঝণের মালমার জন্য পথক খেলাপি ঝণ

আদালত প্রতিষ্ঠা করা এবং ৩ থেকে ৬ মাসের
মধ্যে মাঝলার চৃড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬. দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের মামলা দ্রুত
নিষ্পত্তির জন্য পৃথক দুর্নীতি দমন আদালত
প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুর্নীতির মামলা ৬
মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে উচ্চ আদালতে
আপিলসহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে রায় দিতে
হবে। দুর্নীতি দমন আদালত, খেলাপি
ঞ্চ আদালত ও অন্যান্য আদালতের
বিচারকদেরকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার
কাজ সম্পাদনের অধিকার নিশ্চিত করতে
হবে। কারণ ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ আদালতের
একজন প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন,
বিচারকদের হাত পা বেঁধে পানিতে সাঁতার
কাটতে দিলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে
কীভাবে? এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সংক্ষার প্রস্তাৱ/
সুপারিশ কৰবে দুদক সংক্ষার কমিশন এটাই
দেশবাসীর প্রত্যাশা।

৭. ঝণ খেলাপি, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী, অর্থপাদারকারীদের স্থাবন-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াঙ্গ ও বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাপি ঝণ ও পাচারের টাকা উদ্ধার করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি-সামাজিক সরক্ষা খাতে ব্রাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় ও জনগণের সম্পদ যথা নদী, খাল-বিল, জলাশয়, বন ও খাসজমি অবৈধভাবে দখল-দূষণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় তথা জনগণের সম্পদ উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

ରାଜନୀତି ହଚେ ସମାଜ ପ୍ରଗତିର ପଥେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକଟି ଜୀବନବୋଧ

২০ পৃষ্ঠার পর

বাহিনী শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি
হলে পরে সেটাও কী মুক্তিযুদ্ধের অংশ নয়? কই
তাদের তো মুক্তিযোদ্ধা বলে স্বীকার করেননি
সরকার। তাহলে বীরাঙ্গনা বলে একটা কথার
মধ্য দিয়ে ছেড়ে দিলেন। তার ব্যাখ্যা কী?
বীরাঙ্গনারা কি মুক্তিযুদ্ধের অংশ নয়? তা তো
হিসাবের খাতায় এলো না। তাহলে জনসংখ্যার
অর্ধেক নারীর অংশ হিসেবে একদিন ডামি
রাইফেল উচিয়ে যারা রাজপথে যিছিল করলো
এবং যারা ঐ সময় প্রায় তিনি/ চার মাস হানাদার
বাহিনীকে মোকাবিলা করতে গিয়ে নির্যাতন-
নিপীড়িত হলো তাদেরকে তো যোদ্ধার কাতারে
অস্তরুক্ত করলেন না। অথচ কি হলো, ৬ জন
সচিব তারা মুক্তিযুদ্ধ তো করেই নাই, সার্টিফিকেট
নিয়ে তারা প্রমোশন নিয়েছেন। এর চেয়ে লজ্জার
কিছু আছে? প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের লোকজন।
তাদের বিরক্তে এখনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
মুক্তিযোদ্ধা তালিকা কি সঠিকভাবে হয়েছে?
হ্যানি।

৭২ থেকে ৮০ হাজার হবে ইন্ডিয়ান ট্রেনিং প্রাপ্তি। এবং এর পরে সবটা মিলে সোয়া লক্ষ তার তালিকাটা ও ঠিক মতো করা হয়নি। প্রথম ইন্ডিয়া থেকে তারা একটা লিস্ট পাঠ্যরেছেন, যে কারা কারা ওখানে ট্রেনিং নিয়েছে। হিসাব করলে তো কোন অসুবিধা নাই। এটা জানা কথা। দেশের ভিতরের প্রশ্নে প্রথম কথা হলো, দেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তিযোদ্ধা, কিছু রাজাকার-আলবদর বাদে। এটা আগে স্বীকার করতে হবে। বলতে হবে যে তৎকালীন আমাদের বাংলাদেশে সমস্ত মানুষ হলো মুক্তিযোদ্ধা। তাদের অংশ হিসেবে অংগীকৃত হিসেবে যারা যুদ্ধ করেছেন তাদের প্রকৃত সংখ্যা সেটা কিন্তু ঠিক করা হয়নি। ফলে এটা অনেকটা একটা সুবিধা বিতরণের প্রচারণপত্রে পরিণত হয়েছে। এটা মুক্তিযুদ্ধকে অসম্মান করা।

এখানে ধর্ম নিয়ে একজন কিছু মতামত দিলেন। আমি এ বিষয়ে বলতে চাই না। কাল মার্কিসের মতে ধর্ম হলো নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশাস, দহয়াইন পৃথিবীর হৃদয় এবং আত্মাইন অবস্থার আত্মা। আবার এই ধর্মই কালের প্রবাহে নিপীড়িত মানুষের উপর দমন পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়। শোষক শ্রেণি সংগ্রামী মানুষকে ধর্মীয় আফিম পান করিয়ে নিজীব করে রাখার চেষ্টাক করে। ইতিহাসে তার সাক্ষ্য রয়েছে। ইসলামি ধর্ম মতে ৪টা আসমানি বিতাবে ঈমান না আনলে খাটি মুসলমান হওয়া যায় না। সে হিসাবে খাটি মুসলমান পাওয়া কঠিন। ধর্ম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই কম। তাই সে আলোচনা বা বিতর্কে আমি যেতে চাই না। তবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের কুফল যে কত র্মাত্রিক তা তো আমাদের জীবনে দেখেছি। গত ৫৪ বছরের শাসনে সব শাসক দল এ কাজ করেছে। ১৯৭১ সালে ধর্মের নামে জামায়াতে ইসলামী তো গণহত্যার সহযোগী ছিল। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শুধু ধর্মীয় মূল্যবোধকেই নষ্ট করে না, সকল প্রকার গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল নীতি, মূল্যবোধকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক সরকার এসে সংবিধানের মাথায় বিসমিল্লাহ বসায়, আরেক সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বানালো। সর্বশেষ গণ অভ্যুত্থানে উচ্চেদ হওয়া সরকার দুটোকেই সজিয়ে দুঃশাসনের শোভা বর্ধন করেছিল। কওমি জননী সেজেছিল আবার হিন্দুবাদী প্রতিবেশী সরকারের পূজারিও বনেছিল।

দুনিয়া জুড়ে আজকের দিনের বুর্জোয়া শ্রেণির
নীতিগত বুলি কপচানোর বাইরে নীতিনিষ্ঠ থাকার
সুযোগ নাই। কারণ জনগণের সম্পদ লুট করে
পুঁজিপতি শ্রেণির পকেট ভারি করতে দেলে কথা
কাজের অসম্ভব এবং শেষ পর্যন্ত সর্বনাশা পরিণতি
অপেক্ষা করতে থাকে। যদিও শেষ পর্যন্ত জনগণই
সকল পরিণতির বোৱা বহন করতে বাধ্য হয়।

এখন অনেক আজগুবি কথা শোনা যাচ্ছে আমরা নাকি দিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি। কী বিচ্ছিন্ন কথা! স্বাধীনতার এক ঝুঁশ থেবে আরেক ঝুঁশে উভরণ ঘটে? ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার গণআকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। সেই তাগিদ থেকেই বারে বারে গণবিক্ষেপণ হচ্ছে এ বারও ব্যাপকতা নিয়ে তারই বিস্ফোরণ তথ্য গণ অঙ্গুথান। ছাত্র সমাজ অংগী অবস্থাটে ছিল সামরিকতায় না বুরালে অধের হাতি দেখার মতো হবে। এবং উঁতো, অরাজকতা সমষ্ট্যহীনতা, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতাহীনত গণবিচ্ছুল্লাস ঘিরে আসবে। যা আবারও একটা বড় আত্মত্যগের সাফল্যকে স্লান করে দিচ্ছে পারে। যার আলামত চারিদিকে উঁকি দিচ্ছে কর্মরেড হাবিব উল্যা চৌধুরী ও মর্মতাজ বেগম দুজনই আমরা যখন ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ গড়ে তুলি তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তাদের সততার

আরেকটা দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। হাবিব
উল্য চৌধুরী এক পর্যায়ে বললেন, দেখ যে
দলটি আমরা গড়ে তুলেছি তা গতানুগতিক কোন
দল নয়। এর দায়িত্ব পালনের শুরুত্বার আমার
জানা আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থান তার সাথে
সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না। সেজন্য আমি সাংগঠনিক
দায়িত্বে থাকছি না তবে সর্বান্তকরণে এ দল
লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাবে সে কামনা ও প্রত্যাশায়
থাকবো। যদি কখনও আমার দ্বারা সামান্য কিছু
দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়, আমাকে জানালে
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এই মহাপ্রাণ
দুজন মানুষের সঙ্গে আম্যত্যু আমার এব
দলের যোগাযোগ ছিল। তার স্বচ্ছতে রাখা কর

খাবার সময়ে খাওয়ানোর শৃঙ্খল আজও আমাকে
শৃঙ্খিকাত করে।
কমরেড হাবিব উল্যা চৌধুরী, মহতাজ বেগম
লাল সালাম।

কম্বোড রাজ্যাকের উপর হামলার প্রতিবাদ

১৪ পৃষ্ঠার পর

সংক্ষিতি তুলে ধরেছে। একই সময় এ মেধাগত সম্পদ সৃষ্টিতে যে মহান মানবেরা ভূমিকা রেখেছেন এবং যাদের জীবন ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে সে সব বীর যোদ্ধাদের আপমান করছে, তাদের প্রতিকৃতিতে কালি লেপন করছে, ভাস্কর্য ভাঙচুর করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে কালি লেপন করে বিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন নীরব! তারা কোন ভূমিকা পালন করেছে না! কুমিল্লা সার্কিট হাউজের সামনে বিভিন্ন মনীয়ীর প্রতিকৃতি আঁকা রয়েছে, ভাস্কর্য রয়েছে। সে সকল প্রতিকৃতিতেও কালি লেপন করা হয়েছে। এগুলো কারা করে? যারা নারী শিক্ষার বিরোধী, নারীর অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে চায় এরা করেছে। যারা প্রগতিশীল মুক্তিচিন্তা বিরোধী-ধর্মান্ধক কৃপমণ্ডক শক্তি তারা করেছে।

সমাবেশে নেতৃবন্দ আরও বলেন, সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে মহান '৭১-র মুক্তিযুদ্ধের, '৯০ ও '২৪ এর অভ্যুত্থানের চেতনায় আসামপ্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণপ্রক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক উন্নয়নাম সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কঠি-সংস্কৃতি, শিঙ্গ-সাহিত্য, সংগীত রক্ষা করতে হবে। এর পরিপন্থি শক্তিকে মানুষ প্রতিহত করছে। একই সাথে আসামপ্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ ঐক্যকে এগিয়ে নেওয়া এবং হামলাকারী, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিকারী, নারীবিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর
বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের
সামনে এসে শেষ হয়।

বাম জোট, সিপিবি ও বাসদের সমাবেশে হামলাকারীদের ঘেঁষার করণ, পত্রিকা অফিসে হামলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন

সাম্প্রদায়িক সম্পূর্তি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন

জনজীবনের নিরাপত্তা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি

ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୋଟ

বামজোট, সিপিবি, বাসদের সমাবেশে
হামলাকারীদের গ্রেপ্তার, সংবাদপত্র অফিস ও
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি
প্রদান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, জনজীবনের নিরাপত্তা
ও দ্বৰ্বায়মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক
জোটের উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর প্রেসক্লাবের
সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনষ্টিত হয়।

জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী)-
এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাসদু রানার সভাপতিত্বে
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের
সমাজতাত্ত্বিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পদাক
বজ্রুলুর রশ্মী ফিরোজ, সিপিবির প্রেসিডিয়াম



সদস্য সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য রুবেল শিকদার। স্থাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) দলের নির্বাহী ফোরামের সদস্য সীমা দত্ত।

সমাবেশে গেতুব্দ বলেন, বামজোট, সিপিবি, বাসদ, ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশে যথাক্রমে শরীয়তপুর, তেছুলিয়া, গাজীপুর ও জামালপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আদেশন, বিএনপি, জামায়াতের লোকজনের নাম নিয়ে হামলার করেছে। দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে হামলা করেছে। ভিন্ন মত-পথের দল, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানকে পুরনো ফ্যাসিবাদী

সাম্প্রদায়িক সম্পৰ্ক রক্ষা কর, উন্নাদন ও উসকানি রুখে দাঁড়াও

বাম গণতান্ত্রিক জেটি, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদ

চট্টগ্রামে আইনজীবী হত্যার বিচার দাবি

বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদের উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক মাসুদ রাণার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রংহিন হোসেন প্রিস, নাজমুল হক প্রধান, মাসিকুলদিন আহমেদ নাসু, বেলাল চৌধুরী। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি শাহ আলম, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রত্নসহ জোটের নেতৃত্বন্ড।

সমাবেশে নেতৃত্বল বলেন, ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম
আদালতে একজন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়
আমরা এর তৈরি নিন্দা জানাই। একইসাথে দ্রুত
তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের গ্রেফ্টা ও বিচারের
দাবি জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের সংঘর্ষ উদ্ঘেজনক। আমরা দেখছি যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষ হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত হয়ে পড়ছেন এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রেহমূলক বক্তব্য রাখছেন। এই প্রচারের বিরুদ্ধে সকল সচেতন মানুষকে রূপে দাঁড়াতে হবে। এই জুলাই অভ্যর্থনার স্বার্থীনতা সংগ্রামসহ যেকোন দুর্যোগে-বিপদে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ এক্যবন্ধভাবে প্রাণ দিয়েছেন, সমস্যা মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মহান স্বার্থীনতা সংগ্রাম, গণ অভ্যর্থনাসম্যহ, সকল দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল সম্প্রিত সংগ্রাম। মানুষ এখনও লড়াই করছে একটা গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য। তাদের রক্তের দাগ এখনও



মুছে যাইনি। তারা এই ধরনের বিভক্তি ও
বিদ্বেষের বাংলাদেশ দখলে জীবনদান করেননি।
ফলে সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

সরকারের নাজুক ভূমিকার কারণে পরাজিত
শক্তিশালো বিভিন্ন ঘটনার সুযোগ নিতে পারছে।
অভ্যর্থনাকারী শক্তিশালোর সাথে মতবিনিয়ম করা,
ঐক্য সৃষ্টি করার বিপরীতে আমলাতত্ত্বিক পথে

উঁচি মৌলবাদীশক্তি বিভিন্ন কার্যকলাপকেও তারা
থামাতে পারেননি। যে সতর্কতা নিয়ে এই সকল
বিষয় সমাধান করা দরকার ছিল, তা করতে এই
সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষের সকল প্রকার
নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের।

ଗେତ୍ରବୂନ୍ଦ ଜନଗଣକେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରାତି ବଜାଯା ରାଖିବା ଏବଂ ଉତ୍ସାଦନା ଓ ଉକ୍ଷାନି ରୁଥେ ଦାଁଡ଼ାନୋର ଆସ୍ଥାନ ଜାନନ ।

পরিবহনে হাফ ভাড়া আন্দোলনে বিজয় কিনাইদ্দহ

কার্যকর করতে হবে।

କାର୍ଯ୍ୟକର କରନ୍ତେ ହବେ ।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে গণপরিবহনে হাফ ভাড়া নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১০ নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে যুক্ত হয় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে ছাত্র ফ্রন্ট জেলা প্রশাসক বৰাবৰ স্মারকলিপি প্রদান, ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ ঘৰিলসহ নানা কৰ্মসূচি পালন করে। ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো হলো ১. বাস-ট্রেনসহ সকল গণপরিবহনে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিশ্চিত করা; ২. হাফ ভাড়ার সময়কাল সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কার্যকর করতে হবে; ৩. সরকারি ছাত্সিসহ সঙ্গে সাত দিনই শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া

আদোলনের ধারাবাহিকতায় ২০ নভেম্বর '২৪ জেলা প্রশাসক, বাস মালিক সমিতি এবং ছাত্র ফ্রন্ট বিনাইয়ে জেলা শাখার আহ্বায়ক শারামিন সুলতানা, সদস্য নুসরাত জাহান সাথী, আফসানা আজগার মিম, মো. সৌরভ হোসেন, মো. শাহীন খান শুভসহ নেতৃত্বের সাথে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রশাসন ও বাস মালিক সমিতি দাবি মেনে নেয় এবং ২৪ নভেম্বর '২৪ থেকে তা কার্যকর হয়। দাবি আদায়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র ফ্রন্ট জেলার নেতৃত্বে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নেতৃত্বে আরও বলেন, শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার, শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করাসহ ছাত্রের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী দিনে আদোলন অব্যাহত থাকবে।



সংক্ষার প্রস্তাব : নির্বাচন ব্যবস্থা

নির্বাচন সংক্ষার কমিশনে বাসদের প্রস্তাব

১৬ পৃষ্ঠার পর

বাহিনীর জন্য আইন ও বিধান রচনা করতে হবে। পুলিশ, র্যাব বা বিজিবি সদস্য যাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে নির্বাচন ডিউটি পালনে নিয়েগ করা যাবে না।

(ঙ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ও গ্যাজেট প্রকাশ পর্যন্ত পুরো সময়ে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকলকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যাত করতে হবে। নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অন্যায়, অনিয়ম বা অপরাধ করলে কমিশন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এমন বিধান যুক্ত করা।

(চ) নির্বাচনী আইন, বিধি ও আচরণবিধি সময়ের জন্য প্রার্থীতা বাতিল এবং জরিমানা, কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের দিতে হবে।

(ছ) প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় (পোস্টার, লিফলেট, জনসভা, মাইক প্রচার ইত্যাদি) কমিশন কর্তৃক বহন করার বিধান রাখা।

৫। নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা :

(ক) নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলে তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

(খ) আয়ের সাথে সংগতিহীন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সন্ধান পেলে তা বাজেয়াও করা এবং প্রার্থীর অবৈগ্য ঘোষণা করতে হবে।

(গ) খণ্ড খেলাপি হলে, বিদেশে নিজ নামে, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির নামে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে, কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা-কর্তৃত হস্তান্তর কার্যকরভাবে না করলে প্রার্থী যোগ্যতা হারাবে।

(ঘ) সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় প্রচারণা কিংবা নির্বাচনী স্বার্থ সিদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড, ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত কিংবা স্থানীয় জনগণের কাছে অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার বহুল আলোচিত কিংবা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকলে প্রার্থী যোগ্যতা থাকবে না। বিদেশী নাগরিক হলেও প্রার্থী যোগ্যতা থাকবে না।

(ঙ) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকাকালীন সময়ে নির্বাচনী এলাকার বাইরে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি করে থাকলে তা বাজেয়াও করা যাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রার্থীর অবৈগ্য ঘোষণা করা যাবে।

(চ) সাংসদসহ জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার বাইরে রাষ্ট্রীয়ভাবে জমি বা

সম্পদ বরাদ্দ করা যাবে না। এলাকায় ভাল জীবনযাপন স্বার্থে অনুরূপ বরাদ্দ করা যাবে। এতে সারা জীবন তারা ভোটারদের সান্নিধ্য ও শুন্ধা পাবেন এবং সেবা নিতে বা দিয়ে যেতে পারবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা বিদেশে চিকিৎসা নিতে বা সভানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। তাতে দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা মানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হবে।

৬। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, যাতায়াত ব্যবস্থা ও অতীত নির্বাচনী অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভাল হবে বলে আমরা মনে করি।

৭। ইভিএম প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত এমন নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে বলে আমাদের জানা নেই। আমেরিকার নির্বাচনে অতি আধুনিক পদ্ধতির মধ্যেও কারচুপির বিষয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে চিন্তিত করেছিল। আসল কথা হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

৮। কোন সংসদ সদস্য ৩০ দিনের অধিক কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে অথবা জনস্বার্থের বিপরীতে অবস্থান নিলে তাহার সদস্যপদ জনগণ রিকল (প্রত্যাহার) করতে পারবেন এমন বিধান করতে হবে। অনুপস্থিত সময়কালে তারা কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

৯। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৩০ দিন পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে পূর্ববর্তী নির্বাচিত প্রতিনিধি অব্যাহতি পেয়েছেন বলে গণ্য করতে হবে।

১০। যেহেতু দলীয় সরকারের অধীনে সৃষ্টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জনমনে আঙ্গ নেই, ফলে সৃষ্টি-আধা-নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এর বিধান আরও কয়েক টার্ম রাখা জরুরি বলে মনে করি।

১১। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা।

১২। ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা। গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশে এবং সংবাদ সংগ্রহে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

পরিশেষে বলতে চাই, আগেও বলেছি নির্বাচন ব্যবস্থার সংক্ষার বা পরিমার্জন করার কাজটি রাজনৈতিক, ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলোচনা করে বোঝাপড়া তৈরি ও একমত্য প্রতিষ্ঠা করেই সবার সম্মতিতে নির্বাচন ব্যবস্থার সংক্ষারের একটি রূপরেখা বা প্রস্তাবনা সংক্ষার কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরতে পারে। যা পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে।

ভারতে বাংলাদেশের দুর্তাবাসে হামলা ও জাতীয় পতাকা অবমাননাকারীদের শাস্তি দাও

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক কমরেড বজ্রুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রহিন হোসেন প্রিস, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাতার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেরফা মিশ্ব ও বাংলাদেশের সম্মতিশীল প্রার্থীর সদস্য রঞ্জিত শিকদার।

সমাবেশে নেতৃবন্দ বলেন, আর্জুর্জিতিক আইন অনুসারে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন অর্থাৎ কুটনীতিক স্থানের নিরাপত্তার দায়িত্ব ভারত সরকারের। তারা সেটি দিতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা হামলার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা এই ব্যর্থতা ও হামলার নিন্দা জানাই। এটা শুধু স্থাপনা বা হাইকমিশনের ওপর হামলা না, এটা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নেতৃত্বাচক মনোভাবের প্রকাশ যা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ককে দুর্বল করে। এর পেছনে গভীর ঘৃত্যন্ত থাকতে পারে।

নেতৃবন্দ বলেন, আমাদের দেশে ফ্যাসিস্ট সরকার উৎখাত হয়েছে ৫ আগস্ট। সেই

সরকারকে মদদ দিয়েছিল ভারত সরকার। এখন সেই সরকারের প্রধান পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে তারা। একারণে ভারত সরকার শেখ হাসিনার পরাজয়ের মধ্যে মোদির পরাজয় দেখেছে, কুটনীতির ব্যর্থতা দেখেছে। যার কারণে ভারতের শাসকরা বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে তৎপর। যা আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। পশ্চিম বঙ্গের বিজেপি নেতো শুভেন্দু অধিকারী উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বিআন্তি ছড়াচ্ছে, যিথে অপপ্রচার করছে, হুমকি দিচ্ছে। এটা তাদের ভোটের রাজনীতির নোংরা খেলা। তার থেকে আরও এককাঠি বাড়িয়ে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কথিত সংখ্যালঘু নিয়াতনের অভিযোগ এনে বাংলাদেশে জাতিসংগে শাস্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়নের জন্য কেন্দ্রে চিঠি দেওয়ার কথা বলেছেন। আমরা তার বক্তব্যের নিন্দা জানাই এবং তা প্রত্যাহারের দাবি জানাই।

ভারতের গণমাধ্যমও অতিরিক্ত মিথ্যা তথ্য ও বানোয়াট খবর প্রচার করছে। ভারতের

বুর্জোয়া দলগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, অতি বাড়াবাঢ়ি করে তাদের ভোটের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অন্তর্বানাচ্ছে। যা কোনভাবেই কাম নয়। সেখানকার বামপন্থী দলগুলো এর বিরোধিতা করে উভয় দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বস্তুত্বের বন্ধন গড়ার চেষ্টা করছে।

নেতৃবন্দ বলেন, দিপ্তিতে বাংলাদেশ দুর্তাবাস ছাড়াও ত্রিপুরা, আসাম, মুঘাই ও চেন্নাইতে বাংলাদেশের উপ ও সহকারী হাইকমিশন রয়েছে। পাঁচটি মিশনের মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলিবাদী শক্তি ভারতের জাতীয় পতাকাকে অপমান করছে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আমাদের সরকারের প্রতি আহবান জানাই এদের ঘোষণা ও বিচার করুন। যারা আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সম্পূর্ণ নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করন। বাংলাদেশের ইতিহাস হচ্ছে এখনে মাঠে নেমেছিল। তৃতীয়ত, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি, যারা সুযোগ পেলেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটায়।

নেতৃবন্দ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান এবং ভারত সরকার দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে প্রত্যাশা করেন।

মন্ত্রী-সচিব, পরামর্শক, উপদেষ্টাসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দুর্নীতি ও লুণ্ঠনে জড়িতদের বিচার দাবি

১৭ পৃষ্ঠার পর

(এলএনজি) কেনা ও এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের চুক্তির সময় তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস উপস্থিতি ছিলেন। এখন ওই কোম্পানির উপদেষ্টা হয়ে পিটার হাস বাংলাদেশে ঘূরছেন নতুন করে কাজ পেতে। দেশের সম্পদের শতভাগ মালিকানা নিশ্চ

- বাংলাদেশের সমাজতাত্ত্বিক দল-বাসদ এর মুখ্যপত্র
- ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০২৫
- ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪
- Website : www.spb.org.bd

রংপুরে কৃষক-খেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ অনুষ্ঠিত :

সারা বছর কাজ-খাদ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার দাবি



জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার, ২৭ অক্টোবর '২৪ রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে কৃষক, খেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের আগে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা কৃষক, খেতমজুর, আদিবাসী ও ভূমিহীনরা শহরের শাপলা চতুরে জমায়েত হয়ে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ফেস্টুন লাল পতাকা নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে মিছিল করে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে মিলিত হয়। চারণ সাক্ষতিক কেন্দ্রের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনার পর বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির

উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনমেতা কমরেড খালেকুজ্জামান সমাবেশের উদ্বোধন করেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও রংপুর জেলা বাসদের আহবায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, রংপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান গণতন্ত্রী পার্টির সাবেক সভাপতি কমরেড মোহাম্মদ

আফজাল হোসেন, সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রবিবানী, সদস্য ফুলবৰ রহমান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিমল খালকো, সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিমিনুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে কমরেড খালেকুজ্জামান

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসে হামলা ও জাতীয় পতাকা অবমাননাকারীদের শাস্তি দাবি

উভয় দেশের জনগণের এক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সোচার হওয়ার আহ্বান

বাম গণতাত্ত্বিক জোট

ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে হামলা-ভাঙ্চুর জাতীয় পতাকা

পুড়িয়ে ফেলা এবং সাইনবোর্ড ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়া, কলকাতা, মুম্বাই মিশনে হামলার প্রতিবাদে এবং উভয় দেশের জনগণের এক্য গড়ে তোলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার দাবিতে ৪ ডিসেম্বর বাম গণতাত্ত্বিক জোটের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাম জোটের সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১



ঞ্চাব
সংগ্রামের ৪ দশক
ছাত্র রাজনীতির আদর্শবাদী ও বিপ্লবী ধারাকে পক্ষিশালী করুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনোযোগ রক্ষায় এগিয়ে আসুন
বৈয়ম্যান্বিত নিম্নাধিকারের সংগ্রামে এইকাবন্দ হৈল

প্রগতি

৪ দশক পূর্তিতে

ভাগ্র সমাবেশ

১৩

সংগ্রামের ৪ দশক

ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বৃহস্পতিবার

সকাল ১০টা

সন্তান বিরোধী রাজু, ভাস্কুল, টিএসিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বক্তব্য রাখবেন

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক, বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি
রাজেকুজ্জামান রতন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি
মুক্তা বাড়ো, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সদস্যসচিব, ৪ দশক উদ্যাপন প্রস্তুতি কমিটি

সভাপতিত্ব করবেন

নিখিল দাস, আহবায়ক, সংগ্রামের ৪ দশক উদ্যাপন প্রস্তুতি কমিটি

আরও বক্তব্য রাখবেন শিক্ষক-শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন দেশের ভাতৃপ্রাতীম ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

সমাজতাত্ত্বিক ছন্দ ফ্রন্ট

বেশী করিব

২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ০১৬০৩০৩০১২৬, ০১৮৫৮৪৪৪১৩; E-mail: ssf.centrall@gmail.com